বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

ঘোষনা

যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে গত কয়েকদিন যাবত পূর্নাঙ্গ কাগজ প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। আগামী ১২ জুন থেকে যথারীতিভাবে ফের পূর্নাঙ্গ পত্রিকা প্রকাশিত হবে। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

www.nayajamana.com ২৬ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। বুধবার. ১০ জুন ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৫১২ সংখ্যা।। ১০ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

মোদির উপস্থিতিতে কলকাতায় বিশ্ব যোগ দিবস, প্রস্তুতি তুঙ্গে

নয়া জামানা ঃ আগামী ২১ জুন কলকাতায় পালিত হবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল জাতীয় অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে রেড রোড ও সংলগ্ন এলাকায় এই মহা-আয়োজন সম্পন্ন হবে বলে আয়ুষ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রায় লক্ষাধিক মানুষের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারির সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় আয়ুশ মন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডা. ইন্দ্রনীল খাঁ এবং স্বাস্থ্য ও আয়ুষ দপ্তরের শীর্ষকর্তারা। দীর্ঘ এই বৈঠকে যোগ দিবসের যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠান

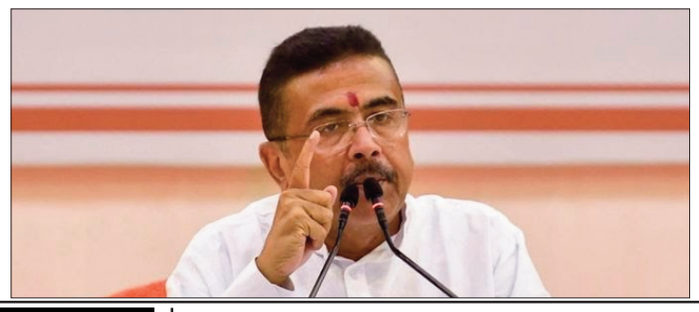

এমনভাবে আয়োজিত হোক যা গোটা বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। দু'একদিনের মধ্যেই সমগ্র কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে।কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথির ডিরেক্টর ডা. প্রলয় শর্মাকে। ওই প্রতিষ্ঠানেই তৈরি হচ্ছে যোগ দিবস উদযাপনের ওয়ার রুম। ইতিমধ্যে স্কুল-কলেজ, সর্বত্র প্রোটোকল মেনে যোগাভ্যাস শুরু হয়েছে।

প্রাক বর্ষার তাণ্ডব

নয়া জামানা ঃ তীব্র দাবদাহের পর অবশেষে রাজ্যবাসীর জন্য স্বস্তির খবর। রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বা বর্ষা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দিনগুলিতে রাজ্যজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যেই সিকিম এবং উপ-হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অংশে বর্ষা অগ্রসর হয়েছে। আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যে এটি পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার আরও বিস্তীর্ণ অংশে প্রবেশের জন্য সম্পূর্ণ অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

ধাম বাদ

নয়া জামানা ঃ জগন্নাথ ভক্তদের ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং ওড়িশাবাসী ও সনাতনী হিন্দুদের আবেগকে মান্যতা দিয়ে এক তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির আপত্তিমূলক চিঠির পরেই দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির থেকে সরিয়ে নেওয়া হল 'ধাম' শব্দবন্ধটি। মঙ্গলবার নবান্নে পুরীর বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্রের উপস্থিতিতে বৈঠক শেষে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হবে

তৃণমূল সাংসদ দেবকে কথা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নয়া জামানা ঃ দলমত নির্বিশেষে উন্নয়নের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কোলাঘাটে প্রশাসনিক বৈঠকে তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)-এর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের সময় রাজনীতি করব। সারা বছর উন্নয়ন হবে। উন্নয়নের স্বার্থে সবাই এক হয়ে গিয়েছে।বৈঠকে বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদদের পাশাপাশি বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। ঘাটালের সাংসদ দেব ও মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়াও বৈঠকে যোগ দেন। সূত্র জানাচ্ছে, বৈঠকে দেব ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি চান। মুখ্যমন্ত্রী৬ তখনই জানান, সরকার সেই কাজ করবে।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেব বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন আগামী বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে। বিগত সরকার এই প্রকল্পে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। আমি ঘাটালবাসীকে কথা দিয়েছিলাম এটা হবে। তার জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে আসা।এদিনের বৈঠকে জেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয়, বর্ষার মরশুমের পরিকল্পনা-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়। ডাকা ৩৫ জন বিধায়কের সকলেই উপস্থিত ছিলেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগের সরকার বিরোধীদের ডাকত না। আমরা তা চাই না। শাসকের আইন নয়, আইনের শাসনই আমাদের লক্ষ্য।

গ্রামীণ কর্মসংস্থানে নতুন দিগন্ত, রাজ্যে চালু হল ভিবি-জি রাম জি প্রকল্প

নয়া জামানা ঃ গ্রামীণ কর্মসংস্থানে বড় পরিবর্তনের সূচনা হল পশ্চিমবঙ্গে। মঙ্গলবার হাওড়ার উলুবেড়িয়া ২ ব্লকের জোয়ারগোড়ি গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল নতুন প্রকল্প ভিবি-জি র্যাম জি । উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। অনুষ্ঠানে নিজেই কোদাল হাতে নেমে ন্যাচা খাল পরিষ্কারের কাজ শুরু করেন তিনি।এই প্রকল্পে বছরে ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে, যা মনরেগার ১০০ দিনের তুলনায় ২৫ দিন বেশি। দক্ষ, অর্ধদক্ষ ও অদক্ষ ; সব ধরনের শ্রমিকই এই প্রকল্পে কাজের সুযোগ পাবেন। রাস্তা তৈরি, খাল সংস্কার ও শৌচাগার নির্মাণ-সহ একাধিক কাজে শ্রমিকদের নিয়োগ করা হবে।মন্ত্রী জানান, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই এই প্রকল্পের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার কাজ শুরুর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, গত চার বছর দুর্নীতির কারণে এই সমস্ত কাজ বন্ধ ছিল।দিলীপ ঘোষ জানান, কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পে ইতিমধ্যে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর পাশাপাশি রাস্তা, শৌচাগার নির্মাণ ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য আরও ১,৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২, ৪০০ কোটি টাকা।প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ই-কেওয়াইসি-সহ বিভিন্ন যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চলছে জোরকদমে। মনরেগায় বহু ভুয়ো জব কার্ডধারীর নাম অন্তর্ভুক্ত থাকার অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী। যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে, শুধুমাত্র তাঁরাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বলে স্পষ্ট জানান তিনি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে যুক্ত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বলে জানান দিলীপ ঘোষ।

নবান্নে রং বদল শুরু

নয়া জামানা ঃ পালাবদলের বাংলায় এবার রং বদলের শুরুয়াত! বদল আসতে পারে নবান্নের রঙে। নীল-সাদা বদলে হতে পারে গেরুয়া-সাদা। মঙ্গলবার গেরুয়া রঙের প্রথম প্রলেপ পড়ল নবান্ন চত্বরে। গোটা নবান্ন ভবন গেরুয়া রঙেতে রাঙিয়ে দেওয়ার জন্য এখনও অবশ্য পূর্ত দফতর দরপত্র ডাকেনি। তবে নবান্ন সভাগৃহে গেরুয়া ও সাদা রঙ লাগানো শুরু হয়েছে জোরকদমে।

বেলডাঙা কাণ্ডে এনআইএ তদন্ত হবে?

রাজ্যের কাছে জানতে চাইল হাইকোর্ট

নয়া জামানা ঃ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়া অশান্তির ঘটনায় এনআইএ তদন্ত হবে কিনা, সেই বিষয়ে আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে রাজ্যকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে এনআইএ-র পক্ষ থেকে মুখবন্ধ খামে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে দাখিল করা হয়েছে।গত ১৬ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডে কর্মরত মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিক আলম শেখের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে বেলডাঙা। তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁর মরদেহ রাস্তায় রেখে শুরু হয় অবরোধ। প্রায় ৩০ ঘণ্টা ধরে জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। পরিস্থিতি ব্যাপক অশান্তির রূপ নেয়।ওই অশান্তির তদন্তভার এনআইএ-র উপর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। তৎকালীন তৃণমূল সরকার এনআইএ তদন্তের বিরোধিতা করে আদালতে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু এখন রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসায় কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দল শাসনে রয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এনআইএ তদন্তের বিরোধিতা থেকে সরে আসবে কি রাজ্য সরকার?এদিনের শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী আদালতকে জানান, এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তে রাজ্যের কোনও আপত্তি নেই। তবে ইউএপিএ ধারা প্রয়োগ করে তদন্তের পদ্ধতিগত বিষয়ে রাজ্যের বক্তব্য পেশ করতে কিছুটা সময়ের আর্জি জানানো হয়। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে রাজ্যকে লিখিতভাবে তাদের সম্পূর্ণ অবস্থান জানাতে নির্দেশ দিয়েছে।

দিল্লিতে মমতা-অভিষেক

সিআইডির ডবল স্টাইক

মানস দাস ● নয়া জামানা

কলকাতার রাজনৈতিক মহলে মঙ্গলবার বিকেলে হঠাৎ করেই তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।সেই জালিয়াতি কাণ্ডের তদন্তে একযোগে কালীঘাট ও ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছে যায় সিআইডির দুটি বিশেষ দল।একই সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এই পদক্ষেপকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক আলোচনা।সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে,তদন্তের স্বার্থে একটি দল পৌঁছায় কালীঘাটের ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত।অপর একটি দল যায় ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে।তবে অভিযানের সময় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।কালীঘাটে পৌঁছে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হন তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী।তিনি জানান, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বর্তমানে রাজ্যের বাইরে থাকায় এই মুহূর্তে তল্লাশি অভিযান স্থগিত রাখা হোক। নেতৃত্ব ফিরে এলে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

অন্যদিকে,সিআইডি আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তাঁরা সমস্ত আইনি অনুমতি ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়েই এসেছেন।তদন্তের স্বার্থে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করার পূর্ণ অধিকার তাঁদের রয়েছে।পাশাপাশি,তদন্তে বাধা সৃষ্টি করা হলে তা আইনত অপরাধ হিসেবেও গণ্য হতে পারে বলে জানানো হয়।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়।যদিও শেষ পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তৃণমূলের আপত্তির কারণে তল্লাশি কার্যত স্থগিত থাকলেও সিআইডির আধিকারিকরা দীর্ঘ সময় এলাকায় অবস্থান করে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখেন।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনা রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ বাড়াতে পারে। তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে এবং দিল্লি থেকে ফেরার পর তৃণমূল নেতৃত্ব কী অবস্থান নেয় সেদিকেই এখন নজর রয়েছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।সেই জালিয়াতি মামলার তদন্তে সিআইডির এই জোড়া পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক ও জল্পনার জন্ম দিয়েছে।

রেলের উন্নয়নে রাজ্যে টাস্ক ফোর্স গঠন

দীপঙ্কর দোলাই , নয়া জামানা ঃ রাজ্যে রেল পরিকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন রেল প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালকে এই টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই ২০ সদস্যের কমিটি চলমান রেল প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকছেন স্বরাষ্ট্র, পরিবহণ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং পূর্ত দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা। পাশাপাশি পূর্ব রেল, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল, মেট্রো রেল, রেল বোর্ড ও আরভিএনএল-এর প্রতিনিধিরাও এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।গত শনিবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রাজ্য সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে রেলমন্ত্রী জানান, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ করা হবে। রাজ্যে চলমান রেল প্রকল্পগুলিতে গতি বাড়ানোর নির্দেশও দেওয়া হয়।জমি অধিগ্রহণ, প্রশাসনিক সমন্বয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান জটিলতা দ্রুত নিরসনই এই টাস্ক ফোর্স গঠনের মূল উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতি সপ্তাহে প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। মুখ্যসচিব নিজে প্রতি মাসে বৈঠকে বসে প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন।বৈঠক শেষে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল সাংবাদিকদের জানান, দীর্ঘদিন আটকে থাকা চিংড়িহাটা মেট্রোর কাজের বাধা মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় সমাধান করা হয়েছে। তাঁর দাবি, শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অনুমোদন না দেওয়ার কারণে ৭০টি প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল।এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, আগের সরকারের সঙ্গে রেলের যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব ছিল। কেন্দ্র এবং রাজ্যের সম্পর্ক একেবারে তলানিতে পৌঁছে গিয়েছিল, এর ফলে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। তবে এবার দ্রুত গতিতে কাজ এগোবে বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী।

ইউনেস্কোর নাম ভাঁড়িয়ে জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী-র বিরুদ্ধে

ইউনেস্কোর নাম ভাঁড়িয়ে জালিয়াতির অভিযোগে সঙ্গীত শিল্পী ও প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেনের বিরুদ্ধে দায়ের হল মামলা। কলকাতার শারদীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে বেআইনিভাবে ব্যবসা করার অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এছাড়া ইউনেস্কোর নাম বিভ্রান্তিকর ভাবে ব্যবহার করারও অভিযোগ উঠেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রী ছাড়াও আরও তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাঁরা হলেন ধ্রুবজ্যোতি বসু (শুভ), সায়ন্তন মৈত্র এবং রাজন চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দ, রাজ্যের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তর কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে।

অভিযোগকারীদের মধ্যে রয়েছেন মেঘদূত ফাউন্ডেশনের কর্ণধার জয়দীপ মুখোপাধ্যায় এবং সগুনা মুখোপাধ্যায়। তাঁদের দাবি, দুর্গাপুজোর নামে একটি 'প্রিভিউ শো' এবং 'প্রিভিলেজড পুজো এন্ট্রি' টিকিট বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেখানে ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে,

এই কর্মসূচিকে এমন ভাবে প্রচার করা হয়েছে যাতে মনে হতে পারে এর সঙ্গে সরাসরি

ইউনেস্কোর অনুমোদন বা অংশীদারি রয়েছে। কিন্তু ইউনেস্কো কোনওদিনই এ ধরনের বাণিজ্যিক চুক্তি বা অংশীদারিতে সম্মতি দেয়নি।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

ঐতিহ্য রক্ষার দায় সবার

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে যে, দেশের কর্মশক্তিতে মেয়েদের যোগদানের হার বাড়ছে। ঠিক কতটা, এবং কোন ক্ষেত্রে, বেতনে লিঙ্গবৈষম্য কতখানি প্রকট, এ সব প্রশ্ন নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তর্ক রয়েছে বটে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আগের চেয়ে কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের দেখা মিলছে বেশি। এই প্রগতি শুধু অর্থনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়ন নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত। কারণ, নারী যখন ঘর থেকে বেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেন, তখন সমাজ ও পরিবারের প্রথাগত চিন্তাভাবনা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধরনেরও বদল ঘটে।দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে 'ঘর' ও 'বাহির'-এর দ্বৈততা আমাদের সামাজিক পরিসরকে বিভক্ত করে। এই বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক ভূমিকার একটি পরিচয় তৈরি হয়। এই মর্মে ঘর হল পারিবারিক রীতিনীতি তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অপরিহার্য এবং বাইরের জাগতিক কার্যকলাপ দ্বারা অ-প্রভাবিত। আর নারী হল তার প্রতিভূ। উনিশ শতকে মহিলাদের নিয়ে এই বহুল চর্চিত 'ডিসকোর্স'কে সামনে রেখে যদি আমরা দেখি, তা হলে দেখা যায়, সমকালীন সমাজে এই চিরাচরিত কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। তার বড় কারণ উনিশ শতক ও একবিংশ শতকে মহিলাদের পরিসর এক নয়। বহির্জগতে নারীর কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ছে।একটু পিছিয়ে জনগণনার রিপোর্ট দেখলে দেখা যাবে, ২০১১ সালে ভারতে মহিলাদের কর্মশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ২৫.৫১। আগে যেখানে কর্মশক্তিতে অংশগ্রহণকারী মহিলা মানেই গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, মূলত কৃষি ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদেরই সংখ্যাধিক্য দেখা যেত, সেখানে বর্তমানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলাদের হাতে যে সময়ের স্বল্পতা তৈরি হচ্ছে, তা কি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করছে?ঐতিহ্য হল সেই অনুশীলন, প্রথা, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ, যা কোনও সম্প্রদায় বা সমাজের মধ্যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে। ঐতিহ্য থাকে আমাদের প্রতি দিনের জীবনযাপনে, তাকে ভালবাসার মাধ্যমে ও স্মৃতিচারণের ধরনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লোকসাহিত্য ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার ব্রত স্মর্তব্য, যেখানে তাঁরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনেক আগেই বুঝিয়েছেন। সে রকমই পারিবারিক ঐতিহ্য আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অঙ্গ।এই পারিবারিক ঐতিহ্য গোষ্ঠী বা সমাজ ভেদে ভিন্ন হয়। এই সমস্ত গৃহস্থালি সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন অনুশীলন এক ধরনের জীবনচর্চা। এগুলি সময়, সংযম এবংসামাজিক সান্নিধ্যের উপর নির্ভরশীল। গৃহস্থালি পরিসরে এই ধরনের জ্ঞানচর্চা এক বিশেষ লিঙ্গভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে বিকশিত হয়েছে, যেখানে নারীরা প্রধানত ধারক ও বাহকের ভূমিকা পালন করেছেন। পুরুষেরা প্রায়শই এই পরিসরের বাইরে অবস্থান করায়, তাঁরা এই দক্ষতার অংশীদার হয়ে ওঠেননি। ফলত, একটি বৃহৎ জ্ঞানভান্ডার সীমাবদ্ধ থেকেছে নারীদের মধ্যে।আধুনিক কর্মক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ যেমন নিঃসন্দেহে নারীর ক্ষমতায়নের দিক নির্দেশ করে, একই সঙ্গে তাঁকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও জটিলতার সম্মুখীনও করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবারের কাঠামোগত রূপান্তর। অনেকগুলি প্রজন্ম এক সঙ্গে বসবাস করার যে সুবিধা তাঁরা একান্নবর্তী পরিবার থেকে পেতেন, তা আর পান না। অন্য দিকে, বাইরে কাজের সঙ্গে গৃহপরিসরে গৃহিণীর বহুমাত্রিক ভূমিকা সামলাতে গিয়ে তাঁকে গৃহস্থালির জন্য বরাদ্দ সময়ের পুনর্বিন্যাস ঘটাতে হয়। সময়, যা এক সময় তাঁর কাছে ধীর ও বিস্তৃত ছিল, আজ তা খণ্ডিত, সঙ্কুচিত, এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ। ফলে, বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক ঐতিহ্য, সে উৎসব-অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা বা পিঠেপুলি তৈরিই হোক বা ঘরোয়া শিল্পকলা বা ব্রতকথা পালন হোক, তার জন্য সময় বার করা তাঁর কাছে এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে সেই সব অনুশীলন, যা দীর্ঘ সময়, মনোযোগ এবং ধীর শিক্ষণ প্রক্রিয়ার দাবি করে, তা ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ছে।প্রশ্ন হল, আমরা কি আমাদের সামাজিক কাঠামোকে এমন ভাবে পুনর্গঠন করতে পারি, যেখানে এই গৃহস্থালি জ্ঞান, সময় এবং দায়িত্বের বণ্টন আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়? সমসাময়িক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক রূপান্তরের অংশ; যেখানে গৃহস্থালি জ্ঞানচর্চা, সময়, শ্রম, এবং লিঙ্গভূমিকার পুনর্গঠন ঘটছে। অবশ্যই তা ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক, স্বতন্ত্র। অনেক পরিবারে পুরুষেরাও এই সমস্ত পারিবারিক রীতিনীতি পালনে এগিয়ে আসছেন। তাঁরা পুরো দায়ভার মহিলাদের উপরে ছেড়ে দিচ্ছেন না। গৃহস্থালি জ্ঞান আজ ডিজিটাল মাধ্যমেও নথিবদ্ধ হচ্ছে। অর্থাৎ, ঐতিহ্য এক দিকে সঙ্কটের মুখে, আবার অন্য দিকে তা রূপান্তরের সম্ভাবনাময়।ঐতিহ্য তখনই টিকে থাকে, যখন তা কেবল স্মৃতিতে নয়, চর্চায় বেঁচে থাকে। আর সেই চর্চার জন্য প্রয়োজন ইচ্ছা, সময় এবং অংশগ্রহণ, যা একক কোনও গোষ্ঠীর নয়, বরং সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব।

আম্মা নেই, বহেনজি কোণঠাসা, এবার অস্তমিত দিদিও ?

ভারতীয় রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের ইতিহাস দীর্ঘ। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর পদ;সব জায়গাতেই নারীরা নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছেন। কিন্তু আঞ্চলিক রাজনীতির কথা উঠলে তিনটি নাম বিশেষভাবে সামনে আসে; জে জয়ললিতা, মায়াবতী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনজনের রাজনৈতিক পথ আলাদা, সামাজিক পটভূমিও ভিন্ন। কিন্তু বেশ কিছু মিলও রয়েছে তাঁদের;নিজ নিজ রাজ্যে তাঁরা এমন রাজনৈতিক প্রভাব তৈরি করেছিলেন, যা দীর্ঘদিন ধরে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। জয়ললিতা, মায়াবতী এবং মমতা;এই তিন নেত্রী নিজেদের দল ও রাজনৈতিক পরিচয়কে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে দল এবং নেত্রীর পরিচয় প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল। তাঁদের জনপ্রিয়তা দলীয় সংগঠনের সীমানা ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের আবেগের অংশ হয়ে উঠেছিল।তবে কয়েক বছর ধরে আঞ্চলিক রাজনীতিতে শক্তিশালী নারী নেতৃত্বের প্রসঙ্গ উঠলে কার্যত একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই সামনে আসত। জয়ললিতার মৃত্যুর পর এবং মায়াবতীর রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমশ সীমিত হয়ে আসায় সেই ধারার প্রধান মুখ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সাম্প্রতিক নির্বাচনী ধাক্কা সেই দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিকতার মধ্যেও নতুন প্রশ্ন তুলে দিল।জে জয়ললিতার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল রাজনীতির বাইরে থেকে। দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিসেবে তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন। পরে তামিল রাজনীতির কিংবদন্তি নেতা এম জি রামচন্দ্রনের হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। কিন্তু খুব দ্রুতই তিনি নিজের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করেন। পুরুষপ্রধান রাজনীতির কঠিন পরিবেশে তিনি শুধু টিকে থাকেননি, বরং তামিলনাড়ুর সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের একজন হয়ে ওঠেন।চারবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জয়ললিতা। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন 'আম্মা'। তাঁর সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, বিশেষ করে স্বল্পমূল্যের খাদ্য ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। প্রশাসনিক বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কড়া। তবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন বিতর্কমুক্ত ছিল না।তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিল আয়ের তুলনায় বেশি সম্পত্তি (ডিসপ্রোপোরশনেট অ্যাসেটস) মামলা। ১৯৯৬ সালে তামিলনাড়ুতে ক্ষমতা হারানোর পর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা বৈধ আয়ের তুলনায় অনেক বেশি সম্পত্তি অর্জন করেছেন। এই মামলায় তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ভি. কে. শশীকলা-র নামও জড়ায়।এছাড়া ১৯৯৫ সালে তাঁর ঘোষিত পুত্র ভি. এন. সুধাকরণ-এর জাঁকজমকপূর্ণ বিয়েও ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। সেই অনুষ্ঠানে বিপুল অর্থ ব্যয়ের অভিযোগ ওঠে এবং বিরোধীরা এটিকে ক্ষমতার অপব্যবহারের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে।২০১৪ সালে আয়ের তুলনায় বেশি সম্পত্তি মামলায় বেঙ্গালুরুর বিশেষ আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে। রায়ের ফলে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়তে হয় এবং কিছু সময়ের জন্য নির্বাচনে লড়ার যোগ্যতাও হারান। তবে ২০১৫ সালে কর্নাটক হাইকোর্ট তাঁকে খালাস দেয় এবং তিনি আবার মুখ্যমন্ত্রী পদে ফিরে আসেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে আরও কয়েকটি দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছিল। এর মধ্যে ট্যানসি জমি কেলেঙ্কারি মামলা এবং প্লেজ্যান্ট স্টে হোটেল মামলা উল্লেখযোগ্য। এসব মামলায় কখনও দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, কখনও উচ্চ আদালতে স্বস্তি পেয়েছেন।রাজনৈতিক সংঘাতও কম ছিল না। মারুথুর গোপালন রামচন্দ্রন (এমজিআর)-এর মৃত্যুর পর অখিল ভারতীয় আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝগম (এআইএডিএমকে)-এর ভিতরে নেতৃত্বের প্রশ্নে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। দলের একাংশ এমজিআরের স্ত্রী জানকী রামচন্দ্রন-কে সমর্থন করলেও অন্য অংশ জয়ললিতার পাশে দাঁড়ায়। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর জয়ললিতা দলের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে আনতে সক্ষম হন।তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুথুভেল করুণানিধি। এআইএডিএমকে এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝগম (ডিএমকে)-এর মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ বহু দশক ধরে রাজ্যের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। দুর্নীতির অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, গ্রেফতার এবং আদালতের লড়াই এই দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এত বিতর্ক ও আইনি জটিলতার মধ্যেও জয়ললিতার জনপ্রিয়তা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। দু'বার জেলে যাওয়া এবং দুর্নীতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ হারানোর পরেও জয়ললিতা বারবার রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালের পর এবং ২০১৪ সালের দণ্ডাদেশের পর তিনি আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ২০১৬ সালে তাঁর মৃত্যু শুধু একটি রাজনৈতিক অধ্যায়ের সমাপ্তি নয়, তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে এক যুগের অবসান ঘটিয়েছিল।অন্যদিকে, মায়াবতীর উত্থান ভারতীয় গণতন্ত্রের এক ব্যতিক্রমী গল্প। একটি দলিত পরিবার থেকে উঠে এসে দেশের সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সহজ ঘটনা নয়। বহুজন সমাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কাঁসিরামের রাজনৈতিক উত্তরসূরি হিসেবে তিনি রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিজের নেতৃত্বের জোরেই তিনি দলের প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন।মায়াবতী চারবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি পরিচিত 'বহেনজি' নামে। দলিত, অনগ্রসর ও প্রান্তিক মানুষের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকে তিনি নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। তাঁর রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল পরিচয়ভিত্তিক সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। একসময় তাঁর ভোটব্যাঙ্ক এতটাই শক্তিশালী ছিল যে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে তাঁকে উপেক্ষা করার সুযোগ ছিল না।২০০৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য। সেই নির্বাচনে বহুজন সমাজ পার্টি ৪০৩ আসনের মধ্যে ২০৬টি আসনে জয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দলিত ভোটের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় করে তিনি যে সামাজিক জোট গড়ে তুলেছিলেন, তা সেই সময় ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। তাঁর শাসনামলেই দলিত পরিচয় ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন রাজনীতির কেন্দ্রীয় ইস্যু হয়ে ওঠে। একসময় উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে মায়াবতীকে উপেক্ষা করে কোনো বড় রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ২০১২ সালের পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক শক্তির ক্রমশ অবক্ষয় শুরু হয়। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি এবং পরে বিজেপির উত্থান বহুজন সমাজ পার্টির সামাজিক ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ২০ শতাংশ ভোট পেয়েও বহুজন সমাজ পার্টি একটি আসনও জিততে পারেনি। ২০১৯ সালে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট করে দলটি ১০টি লোকসভা আসন জিতেছিল। কিন্তু সেই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২০২২ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বহুজন সমাজ পার্টি মাত্র একটি আসন পায়। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলটি উত্তরপ্রদেশের প্রায় সব আসনে লড়েও একটিও আসনে এগিয়ে থাকতে পারেনি।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মায়াবতীর প্রভাব কমে যাওয়ার পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, দলিত ভোটব্যাঙ্কের একটি অংশ বিজেপি ও অন্যান্য দলের দিকে সরে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, বহুজন সমাজ পার্টির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা গত কয়েক বছরে দল ছেড়েছেন। তৃতীয়ত, নতুন প্রজন্মের দলিত রাজনীতির মধ্যে নতুন নেতৃত্বের উত্থান ঘটেছে, যা মায়াবতীর একচ্ছত্র অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে মায়াবতী তাঁর ভাইপো আকাশ আনন্দকে রাজনৈতিক উত্তরসূরি হিসেবে সামনে নিয়ে আসেন। ২০২৩ সালের শেষ দিকে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরসূরি ঘোষণা করা হয়। পরে তাঁকে সরানো এবং পুনর্বহালের ঘটনাও ঘটে, যা দলীয় ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি করে। তবু মায়াবতীর রাজনৈতিক গুরুত্ব পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন কথা বলা কঠিন। এখনও উত্তরপ্রদেশে দলিত ভোটভিত্তি বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে রয়েছে। তবে একসময় যে নেত্রী জাতীয় রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবেও আলোচনায় ছিলেন, আজ তাঁর দল মূলত পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। বিশ্লেষকদের মতে, মায়াবতীর রাজনৈতিক যাত্রা ভারতীয় গণতন্ত্রে সামাজিক প্রতিনিধিত্বের এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হলেও বর্তমান সময়ে বহুজন সমাজ পার্টি তার অস্তিত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখার কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।এই দুই নেত্রীর পরে আঞ্চলিক রাজনীতির সবচেয়ে শক্তিশালী নারী মুখ হিসেবে উঠে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু থেকেই ছিল আলাদা। জয়ললিতা বা মায়াবতীর মতো তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে কোনো শক্তিশালী আঞ্চলিক নেতার ছায়া ছিল না। ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে কংগ্রেস, তারপর নিজস্ব দল গঠন;পুরো পথটাই তিনি নিজের লড়াইয়ের মাধ্যমে তৈরি করেছেন।

দীর্ঘ বাম শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পরিবর্তনের মুখ হয়ে ওঠেন। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ২০১১ সালে তিনি বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসেন। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি 'দিদি' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। মমতার রাজনৈতিক সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি ছিল আন্দোলনমুখী রাজনীতি এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প। কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্প তাঁকে বৃহৎ অংশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে। একইসঙ্গে তৃণমূল স্তরে সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রায় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ সামনে আসে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, পৌরসভা নিয়োগে অনিয়ম, রেশন দুর্নীতির অভিযোগ এবং দলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ রাজনৈতিকভাবে চাপ তৈরি করেছে। বিরোধীরা তোষণের রাজনীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগও তুলেছে। পাশাপাশি রাজ্যে একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনা আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ফলে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আধিপত্যের মধ্যে প্রথমবারের মতো বড় ধরনের ধাক্কার মুখে পড়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতি অনেকের কাছেই জয়ললিতা ও মায়াবতীর রাজনৈতিক যাত্রার শেষ পর্বের সঙ্গে তুলনার সুযোগ তৈরি করেছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার চরিত্রও বদলে গিয়েছে। আগে রাজ্যের রাজনীতি মূলত স্থানীয় সংগঠন ও নেটওয়ার্কের উপর নির্ভরশীল ছিল। এখন সেখানে জাতীয় স্তরের প্রতিদ্বন্দ্বীর উপস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হয়েছে। বিজেপির মতো দল বুথস্তরের সংগঠন, স্থানীয় প্রচার এবং নির্বাচনী কৌশলে নতুনভাবে জোর দিয়েছে। এর প্রভাব রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে পড়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মমতার চ্যালেঞ্জও আগের তুলনায় অনেক বেশি।মায়াবতী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এই কারণেই অনেকটাই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একসময় উত্তরপ্রদেশে যেমন মায়াবতী ছিলেন এমন এক রাজনৈতিক শক্তি, যাঁকে বাদ দিয়ে কোনো বড় রাজনৈতিক সমীকরণ কল্পনা করা যেত না। কিন্তু বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তার, নতুন সামাজিক জোট গঠন এবং দলিত ভোটের একটি অংশ নিজেদের দিকে টেনে নেওয়ার ফলে বহুজন সমাজ পার্টির রাজনৈতিক পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে। আজ মায়াবতী রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও তাঁর দল আর আগের মতো ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস ছিল রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু বিজেপি গত এক দশকে নিজেদের সংগঠন বিস্তার করেছে, বুথস্তরে শক্তি বাড়িয়েছে এবং তৃণমূলের ঐতিহ্যগত সংখ্যালঘু ভোটভিত্তিতে প্রবেশের চেষ্টা করেছে। ফলে যে রাজনৈতিক আধিপত্য একসময় প্রশ্নাতীত মনে হতো, এখন তাই বাঙ্ময় স্তবায়িত হলো।মায়াবতীর রাজনৈতিক প্রভাব কমার সঙ্গে সঙ্গে বহুজন সমাজ পার্টির সাংগঠনিক শক্তিও দুর্বল হয়েছে এবং ভোটের শতাংশ ও আসন;দু'ক্ষেত্রেই বড় পতন দেখা গিয়েছে। মমতার ক্ষেত্রেও ইঙ্গিত সে দিকেই। তবে তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, সংগঠনের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং রাজ্যের রাজনৈতিক বাস্তবতায় তৃণমূল এখনও একটি বড় শক্তি। তাই তিনি এখনই মায়াবতীর মতো সম্পূর্ণ প্রান্তিক হয়ে পড়েছেন, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সময় এখনও আসেনি।আরও বলে রাখার, জয়ললিতার রাজনৈতিক অধ্যায় তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। মায়াবতীর ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব কমে যাওয়ার পর পুনরুত্থান দেখা যায়নি। কিন্তু মমতার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এখনও অনেকটাই খোলা।জয়ললিতা, মায়াবতী এবং মমতা; পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, নিজেদের দলকে শক্তিশালী করেছেন। আজ যখন তাঁদের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের দিকে ফিরে তাকানো হয়, তখন দেখা যায় এটি শুধু তিনজন নেত্রীর গল্প নয়। এটি ভারতীয় গণতন্ত্রে নারী নেতৃত্বের সম্ভাবনা, সংগ্রাম, সাফল্য এবং সীমাবদ্ধতারও গল্প। আর সেই কারণেই জয়ললিতা, মায়াবতী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ নাম হিসেবেই থেকে যাবেন।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

হরেকরকম

নয়া জামানা

৫ থেকে ২০ জুন ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি ঃ এই সপ্তাহ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ এবং লাভজনক। সপ্তাহের শুরু থেকেই আপনার কাজে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দেখা যাবে। কর্মকর্তাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। কর্মরত ব্যক্তিদের কাজের পরিবেশে অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে, ব্যবসায়ীরা তাঁদের কাজ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারবেন।

বৃষ রাশি ঃ এই সপ্তাহটি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ। এই সপ্তাহে আপনার সুখ, সম্পদ এবং খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও বিশেষ কাজের জন্য আপনি সম্মানিত হতে পারেন। চাকরিজীবীদের পছন্দসই স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা পূরণ হবে। পদে পদোন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে, অন্য দিকে, ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন করতে পারেন।

মিথুন রাশি ঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে তাড়াহুড়ো করে কোনও কাজ করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় তাঁরা আর্থিক ও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। চাকরিজীবীদের তাঁদের কাজ অন্য কারও হাতে ছেড়ে দেওয়া বা কর্মক্ষেত্রে অসাবধান হওয়া এড়িয়ে চলা উচিত; অন্যথায়, তাঁরা তাঁদের বসের ক্রোধের শিকার হতে পারেন।

কর্কট রাশি ঃ শ্রী গণেশ বলছেন, কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র প্রমাণিত হবে। যদি আপনি বেকার থাকেন এবং চাকরি পেতে চান, তাহলে আপনাকে চাকরি পেতে আরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। অন্য দিকে, যাঁরা ইতিমধ্যেই চাকরিতে নিযুক্ত আছেন তাঁদের কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহ রাশি ঃ এই সপ্তাহ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছু সমস্যা এবং উদ্বেগ বয়ে আনতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে কর্মজীবীদের হঠাৎ করে কাজের অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে হতে পারে। এই সময়ে ছোট ছোট কাজ করতেও অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে। কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কারণে আপনাকে আরও বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে হতে পারে।

কন্যা রাশি ঃ কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে তাঁদের পরিকল্পিত কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। এই সপ্তাহে আপনার সহকর্মী এবং পরিবার আপনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে এবং আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। সপ্তাহের শুরুতে কোনও শুভ বা ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকবে।

তুলা রাশি ঃ এই সপ্তাহ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ হতে চলেছে। সপ্তাহের শুরুতেই আপনার কিছু বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। এই সময়ে আপনি আপনার কেরিয়ার এবং ব্যবসা সম্পর্কিত সুসংবাদ পাবেন। চাকরিজীবীদের পছন্দসই স্থানে স্থানান্তর বা পদোন্নতির ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। পদোন্নতির ফলে কেবল কর্মক্ষেত্রেই নয়, সমাজেও আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক রাশি ঃ বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকারা যদি অলসতা এবং অহঙ্কার এড়িয়ে এই সপ্তাহে তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে মনোনিবেশ করেন, তাহলে তাঁরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেতে পারেন। এই সপ্তাহে সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলা আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

ধনু রাশিঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে আত্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস বজায় রাখতে হবে, কেন না, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এই সপ্তাহে আপনার পরিকল্পিত কাজগুলি কিছুটা বিলম্বে সম্পন্ন হবে এবং আপনি সেগুলিতে অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন।

মকর রাশিঃ এই সপ্তাহটি মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ এবং লাভজনক। সপ্তাহের শুরুতে পরিবারের কোনও প্রিয় সদস্যের সাফল্য আপনার সম্মান এবং সুখ বৃদ্ধি করবে। বাড়িতে ধর্মীয় এবং শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

কুম্ভ রাশি ঃ এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের কোনও কাজে শর্টকাট নেওয়া এবং নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় তাঁদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে।

মীন রাশি ঃ এই সপ্তাহটি মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ। এই সপ্তাহে আপনি কোনও নির্দিষ্ট কাজে সাফল্যের জন্য ছলনা, বলপ্রয়োগ ইত্যাদি সমস্ত কিছু ব্যবহার করবেন। বিশেষ বিষয় হল আপনার প্রচেষ্টা সফল প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র এবং জুনিয়র উভয়ই আপনার প্রতি সদয় হবেন।

ভোরের ব্রহ্ম মুহূর্ত
আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, নাকি স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের বিজ্ঞান ?

নয়া জামানা ঃ ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে যুগ যুগ ধরে নানা মত ও বিশ্বাস প্রচলিত। হিন্দু শাস্ত্রে সূর্যোদয়ের প্রায় ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট আগে যে সময়কে 'ব্রহ্ম মুহূর্ত' বলা হয়, সেই সময়কে ঘিরে রয়েছে বহু আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ধারণা। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এই সময়কে জ্ঞান অর্জন, ধ্যান, প্রার্থনা ও আত্মবিশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হিসেবে মনে করা হয়।শাস্ত্র অনুযায়ী, 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান বা সৃষ্টিকর্তা এবং 'মুহূর্ত' মানে নির্দিষ্ট সময়খণ্ড। সেই কারণেই বহু মানুষ এই সময়কে 'ঈশ্বরের সময়' বা 'জ্ঞানের সময়' হিসেবেও উল্লেখ করেন।বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ভোরবেলার পরিবেশ সাধারণত তুলনামূলক শান্ত থাকে,

ফলে মনোযোগ ও মানসিক স্থিরতা বজায় রাখা সহজ হয়। অনেকেই মনে করেন, এই সময় পড়াশোনা, ধ্যান বা ব্যায়াম করলে মনোসংযোগ বাড়তে পারে এবং দিনটি আরও সংগঠিতভাবে শুরু করা সম্ভব হয়।তবে 'ন্যাসেন্ট অক্সিজেন' বেশি থাকা, কাজের ক্ষমতা ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া বা এক ঘণ্টার কাজ চার ঘণ্টার সমান ফল দেওয়া;এমন দাবিগুলির পক্ষে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় বলে মত বিশেষজ্ঞদের। চিকিৎসকরা বরং পর্যাপ্ত ঘুম, নির্দিষ্ট রুটিন এবং নিয়মিত শরীরচর্চার ওপর বেশি গুরুত্ব দেন।মনোবিজ্ঞানীদের মতে, দিনের শুরুতে নিরিবিলি সময় পাওয়া গেলে তা মানসিক চাপ কমাতে, পরিকল্পনা করতে এবং ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

তাই ব্রহ্ম মুহূর্তে ওঠা না হলেও, নিয়মিত ও পর্যাপ্ত ঘুমের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই সুস্থ থাকার অন্যতম চাবিকাঠি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, ব্যক্তিগত অভ্যাস এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি; এই তিনের সমন্বয়েই 'ব্রহ্ম মুহূর্ত' নিয়ে আলোচনা আজও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

চুল পড়া বন্ধ করে এই কার্যকরী উপায়

নয়া জামানা ঃ বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাপন, দূষণ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং মানসিক চাপের কারণে চুল পড়া ও চুলের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার সমস্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও এই সমস্যা এখন সাধারণ হয়ে উঠছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। চুলের স্বাস্থ্য মূলত নির্ভর করে শরীরের অভ্যন্তরীণ পুষ্টি এবং সঠিক জীবনযাত্রার ওপর। চিকিৎসক ও চুল বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র বাহ্যিক যত্ন নয়, বরং সুষম খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যকর রুটিন চুলের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, মজবুত ও সুস্থ চুলের জন্য প্রোটিন, আয়রন, জিঙ্ক, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন এ সি ও ই সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা জরুরি। ডিম, ডাল, মাছ, সবুজ শাকসবজি এবং বাদামের মতো খাবার চুলের গোড়া মজবুত করতে সহায়তা করে। চুলের যত্নে নিয়মিত তেল মালিশকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। নারকেল তেল, আমলকি তেল বা ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে সপ্তাহে কয়েকদিন মাথার ত্বকে মালিশ করলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া মানসিক

চাপ চুল পড়ার একটি বড় কারণ হিসেবে উঠে আসছে। চিকিৎসকদের মতে, দীর্ঘমেয়াদি চাপ হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে চুলের স্বাস্থ্যে। তাই নিয়মিত ব্যায়াম, যোগব্যায়াম ও পর্যাপ্ত ঘুম মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। চুল বিশেষজ্ঞরা আরও সতর্ক করেছেন যে, হেয়ার ডাই, হিট স্টাইলিং টুলস এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ট্রিটমেন্টের অতিরিক্ত ব্যবহার চুলকে দুর্বল করে তুলতে পারে। তাই এসব ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। চুল ধোয়ার ক্ষেত্রেও সঠিক নিয়ম মেনে চলা জরুরি বলে মত বিশেষজ্ঞ দেব। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার এবং ধোয়ার পর কন্ডিশনার ব্যবহার চুলের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। প্রাকৃতিক উপাদান যেমন অ্যালোভেরা, মেথি, পেঁয়াজের রস ও ভৃঙ্গরাজ চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করা হয়। এগুলি নিয়মিত ব্যবহারে চুলের গোড়া মজবুত হয় এবং নতুন চুল গজানোর প্রক্রিয়া উন্নত হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পর্যাপ্ত জলপান শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় রাখে, যা পরোক্ষভাবে স্ক্যাল্পের স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা করে।চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা একমত যে, চুলের সুস্থ বৃদ্ধি কেবল বাহ্যিক যত্নের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং সঠিক পুষ্টি, মানসিক স্থিতি এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার সমন্বয়েই তা সম্ভব।

নজরে INSTA

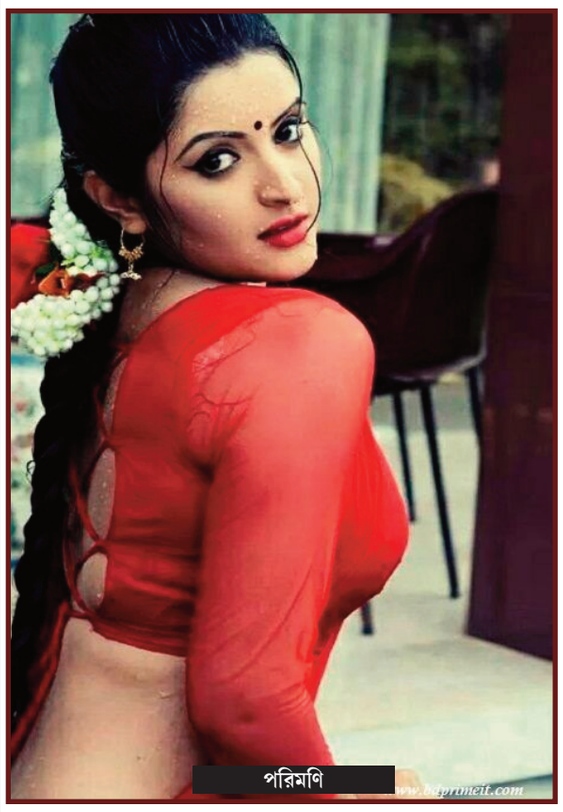

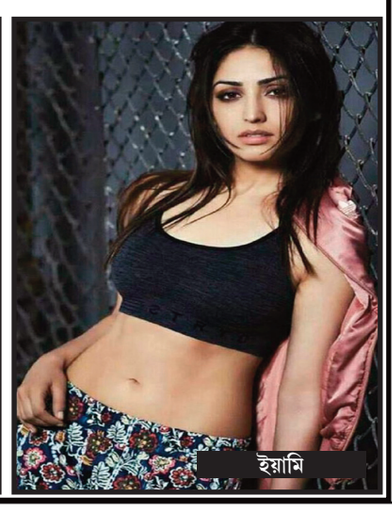

চোখের পরিবর্তনেই কি বোঝা যায় ফ্যাটি লিভার ? বাড়ছে উদ্বেগ

নয়া জামানা ঃ ফ্যাটি লিভার এখন আর শুধুমাত্র প্রবীণদের রোগ নয়। অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ, স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং মানসিক চাপের কারণে তরুণদের মধ্যেও দ্রুত বাড়ছে এই সমস্যা। চিকিৎসকদের মতে, উদ্বেগের বিষয় হল;ফ্যাটি লিভার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায়শই কোনো স্পষ্ট উপসর্গ ছাড়াই শরীরের ক্ষতি করে চলে।

লিভার শরীরের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, রক্ত পরিশোধন এবং বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। ফলে লিভারের কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটলে তার প্রভাব শরীরের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে চোখে, দেখা দিতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। চিকিৎসকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, চোখের কিছু পরিবর্তন শরীরের ভেতরের সমস্যার ইঙ্গিত দিতে পারে। যেমন;

চোখের সাদা অংশে হলদেটে ভাব
চোখের সাদা অংশে হলুদ আভা
দেখা গেলে তা জন্ডিসের লক্ষণ হতে পারে। লিভারের উপর অতিরিক্ত চাপ বা বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গেলে এই উপসর্গ দেখা দেয়। এটি গুরুতর লিভার সমস্যার ইঙ্গিতও হতে পারে, তাই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

চোখে শুষ্কতা ও জ্বালাভাব
বারবার চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া বা জ্বালাভাব অনুভব করা শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রদাহ বা বিপাকীয় ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

চোখের নিচে কালো দাগ
পর্যাপ্ত বিশ্রামের পরেও যদি চোখের নিচের কালো দাগ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা দীর্ঘমেয়াদি ক্লান্তি বা লিভারের সমস্যার সম্ভাব্য ইঙ্গিত হতে পারে।

চোখের চারপাশে ফোলাভাব
চোখের পাতা বা চারপাশে অস্বাভাবিক ফোলাভাব শরীরে তরল জমার লক্ষণ হতে পারে, যা লিভারের কার্যকারিতার অবনতির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।

ঝাপসা দৃষ্টি
কিছু ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারের সঙ্গে ঝাপসা দেখার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে যাঁরা ডায়াবেটিস বা মেটাবলিক সিনড্রোমে আক্রান্ত।

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাটি লিভারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এর প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় উপসর্গহীন থাকা। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা লিভার ফাংশন টেস্টের মাধ্যমে এটি ধরা পড়ে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, স্থূলতা, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, অতিরিক্ত মিষ্টি ও জাঙ্ক ফুড গ্রহণ এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এই রোগের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকেন।

তাঁদের পরামর্শ, চোখের পরিবর্তন, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি বা শরীরে অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। পাশাপাশি সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ ফ্যাটি লিভার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চিকিৎসকদের একাংশের মতে, চোখের উপসর্গ মানেই ফ্যাটি লিভার;এমনটা নয়।

কিনছেন কেন ? বাড়িতেই সহজ পদ্ধতিতে বানিয়ে নিন ছাতু

নয়া জামান ঃ ছাতু হলো ভাজা ডাল বা শস্য গুঁড়ো করে তৈরি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গরমকালে এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়, কারণ এটি শরীর ঠান্ডা রাখে এবং শক্তি দেয়। খুব সহজেই বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছাতু তৈরি করা যায়। ছাতু খেলে পেট ঠান্ডা থাকে এবং হিট স্ট্রোকেরও ঝুঁকি কমে। বাজারে কিনতে পাওয়া অনেক ছাতুতেই ভেজাল থাকে। তাই বাড়িতেই ছাতু বানানোর পদ্ধতি জেনে নিন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ
ছোলা (বুট) , ৫০০ গ্রাম
সামান্য যব বা গম (ঐচ্ছিক) , ১০০ গ্রাম,একটি কড়াই
মিক্সার গ্রাইন্ডার বা শিল-নোড়া
প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমে ছোলা ভালো করে বেছে নিন যাতে কোনো পাথর বা ময়লা না থাকে। এরপর পরিষ্কার জলে একবার ধুয়ে নিন এবং রোদে বা কাপড়ে মেলে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন। এবার একটি কড়াই মাঝারি আঁচে গরম করুন। শুকনো কড়াইয়ে ছোলাগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। প্রায় ১০-১৫ মিনিট ভাজতে হবে। ছোলাগুলো যখন হালকা বাদামি রঙের হবে এবং সুন্দর গন্ধ বের হবে, তখন বুঝবেন সেগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়েছে। চাইলে একইভাবে সামান্য যব বা গমও ভেজে নিতে পারেন।ভাজা ছোলাগুলো ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করুন। অনেক সময় ছোলার খোসা আলাদা হয়ে যায়, চাইলে চালুনি দিয়ে ছেঁকে খোসা ফেলে দিতে পারেন। এতে ছাতু আরও মিহি ও মোলায়েম হবে।গুঁড়ো হয়ে গেলে সেটিকে একটি শুকনো বয়াম বা কাচের জারে ভরে রাখুন।

এতে আর্দ্রতা ঢুকবে না এবং ছাতু দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।ছাতু দিয়ে নানাভাবে খাবার তৈরি করা যায়। ঠান্ডা পানিতে ছাতু, লবণ, লেবু ও পেঁয়াজ মিশিয়ে শরবত বানানো যায়। আবার দুধ,
চিনি বা গুড় দিয়েও মিষ্টি ছাতু খাওয়া যায়।বাড়িতে তৈরি ছাতু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, পুষ্টিকর এবং বাজারের ছাতুর তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। নিয়মিত ছাতু খেলে শরীর শক্তিশালী থাকে এবং গরমের ক্লান্তিও কমে।

8
১০ জুন ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

বিজেপি নেতাকে মারধরের অভিযোগে
তৃণমূল যুবনেতা গ্রেপ্তার, তুফানগঞ্জে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমায় বিজেপি নেতা নিখিল গাবুয়াকে মারধরের ঘটনায় শুভম দত্ত ওরফে 'বুম্বা' নামে এক তৃণমূল যুব নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই এলাকায় রাজনৈতিক বিরোধ চলছিল। অভিযোগ,

সেই বিরোধের জেরেই বিজেপি নেতার ওপর আচমকা হামলা চালানো হয় এবং তাঁকে মারধর করা হয়। ঘটনার পরই আক্রান্ত বিজেপি নেতার পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ এবং দ্রুত পদক্ষেপ করে অভিযুক্ত তৃণমূল যুব নেতা শুভম দত্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে ইতিমধ্যেই আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ বা অন্য কারোর উসকানি রয়েছে কি না, তা জানতে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। এই গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপির জেলা নেতৃত্বের দাবি, এলাকায় তাদের পায়ের তলার মাটি শক্ত হতে দেখেই শাসক দল ভয় পেয়েছে। রাজ্যে বিরোধী কণ্ঠরোধ করতেই বেছে বেছে তাদের নেতাকর্মীদের ওপর এই ধরনের কাপুরুষোচিত হামলা চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে, এই ঘটনার বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া বা বক্তব্য মেলেনি। তবে পুলিশ জানিয়েছে, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সবরকম পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

পুনরায় খুলল খাগড়াবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ তোলাবাজি ও দুর্নীতির অভিযোগে প্রধান বাবলু রায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়টি অবশেষে পুনরায় চালু হলো। প্রধানের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভ এবং তালাবন্ধ আন্দোলনের জেরে বেশ কিছুদিন ধরে পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্তব্ধ ছিল। এর ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ এবং স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজনীয় শংসাপত্র ও অন্যান্য জরুরি সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন এবং চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। জনসাধারণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের এই দুর্দশার কথা চিন্তা করে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের উপপ্রধান গীতা বৈরাগী এবং বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা দীপিকা রায় একসঙ্গে বসে আলোচনা করে মঙ্গলবার থেকে পঞ্চায়েতের পরিষেবা পুনরায় স্বাভাবিক করার সিদ্ধান্ত নেন। উপপ্রধান জানান, মানুষের স্বার্থে তারা একযোগে কাজ করছেন এবং প্রতিদিন অফিসে এসে পরিষেবা দেবেন।

বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বও মানুষের স্বার্থে এই যৌথ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। পঞ্চায়েত খোলায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

ইমিগ্রেশনের প্রাক্তন ওসির বাড়ি থেকে ৩টি সরকারি সিল উদ্ধার

নয়া জামানা, পানিট্যাঙ্কি ঃ ইন্দো-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে দুই থাইল্যান্ডের নাগরিক ও গাড়ি চালক গ্রেফতারের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল খ ড়িবাড়ি থানার পুলিশ। এই চক্রের তদন্তে নেমে পানিট্যাঙ্কি ইমিগ্রেশন দফতরের প্রাক্তন ওসি রবি দিয়ালিকে গ্রেফতার করা হয়। আদালতের নির্দেশে তাঁকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর, শিলিগুড়ির শালবাড়িতে তাঁর নিজস্ব বাড়ি থেকে ইমিগ্রেশন দফতরের হারিয়ে যাওয়া তিনটি সরকারি সিলমোহর উদ্ধার করেছে পুলিশ।

তদন্তকারীদের দাবি, এই সিলগুলি দার্জিলিং পুলিশ লাইনে পাঠানোর কথা থাকলেও রবি দিয়ালি তা নিজের কাছেই লুকিয়ে রেখেছিলেন। অভিযোগ, এই সরকারি সিল ব্যবহার করেই থাইল্যান্ডের নাগরিকদের অবৈধভাবে সীমান্ত পার করানোর চেষ্টা চলছিল। পুলিশ জানতে পেরেছে,

এই চক্রের মূল হোতা জিতেন্দ্র মেহেরাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন ওই প্রাক্তন ওসি। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত জিতেন্দ্রর খোঁজে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি এই আন্তর্জাতিক চক্রে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জনরোষের মুখে তৃণমূল নেতা 'বিচ্ছু', ডিম ছুড়ে 'চোর' স্লোগান স্থানীয়দের

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ শ্লীলতাহানি, মারধর এবং সোনার হার ছিনতাইয়ের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ময়নাগুড়ির দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বিমলেন্দু চৌধুরী (বিচ্ছু)। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। শাসকদলের এই নেতার গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে এদিন থানা চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিমলেন্দু চৌধুরীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, মারধর, ছিনতাই এবং হুমকি দেওয়ার একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছিল ময়নাগুড়ি থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে গ্রেপ্তারের পর তাকে যখন থানায় নিয়ে আসা হচ্ছিল, তখনই চরম জনরোষের মুখে পড়েন এই তৃণমূল নেতা। এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা তাকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে শুরু করেন। একই সঙ্গে চারপাশ থেকে 'চোর চোর' স্লোগান উঠতে থাকে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, অভিযুক্ত নেতাকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে বাঁচাতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। থানা চত্বরে ব্যাপক ভিড় জমে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যৌথভাবে লাঠিহাতে ময়দানে নামতে হয়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ কড়া পাহারায় জনতাকে হটিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে গোটা ময়নাগুড়ি এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

মিরিকে দীর্ঘ বন্দিদশা থেকে চিতাবাঘ উদ্ধার, স্বস্তিতে এলাকাবাসী

নয়া জামানা, মিরিক ঃ মিরিক পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাই ধাপ এলাকায় দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে আটকে থাকা একটি চিতাবাঘকে অবশেষে সফলভাবে উদ্ধার করেছেন বনকর্মীরা। মঙ্গলবার রেঞ্জার সিদ্ধার্থ গুরুংয়ের নেতৃত্বে এই উদ্ধার অভিযানটি চালানো হয়। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া প্রাণীটি আনুমানিক দুই বছর বয়সী একটি স্ত্রী চিতাবাঘ। গত কয়েকদিন ধরে লোকালয়ে চিতাটি আটকে থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। খবর পেয়েই বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। রেঞ্জার সিদ্ধার্থ গুরুং জানিয়েছেন, লেপার্ডটিকে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করার পর বর্তমানে সেটির প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রাণীটি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার পরই সেটিকে আবার তার স্বাভাবিক আবাসস্থলে অর্থাৎ নিরাপদ বন্য পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে।

দীর্ঘদিনের এই আতঙ্ক ও বন্দিদশা থেকে চিতাবাঘটি উদ্ধার হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন রাই ধাপ এলাকার বাসিন্দারা। বনদপ্তরের এই দ্রুত ও সাহসী পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ।

কোচবিহারে চার বছর আগের 'জরিমানার' ৮০ হাজার টাকা ফেরত, তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহারের উত্তর মরাডাঙ্গা এলাকায় দীর্ঘ চার বছর আগে আদায় করা 'কাটমানির' ৮০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট-পরবর্তী অশান্তির সময়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে শান্তি রঞ্জন দাস নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে 'জরিমানা' বাবদ ওই টাকা আদায় করা হয়েছিল। ৮/১০০ নম্বর বুথের তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস বুথ সভাপতি তথা বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রাণ গোবিন্দ রায়ের উপস্থিতিতে এলাকার কয়েকজন তৃণমূল নেতা এই টাকা নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। দীর্ঘদিন ধরে ভয়ের কারণে আক্রান্ত পরিবার মুখ খুলতে না পারলেও, সম্প্রতি রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবহে মঙ্গলবার শান্তি বাবুর বাড়িতে গিয়ে নগদ ৮০ হাজার টাকা ফিরিয়ে দেন প্রাণ গোবিন্দ রায়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, টাকা ফেরত দেওয়ার মাধ্যমেই অতীতে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের বিষয়টি কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হলো। তবে এ বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রাণ গোবিন্দ রায় জানান, তৎকালীন সময়ে তাঁর উপস্থিতিতে কয়েকজন নেতা টাকা নিলেও, সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদলের পর তাঁরাই ফোন করে শান্তি বাবুর টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর হাতে ওই অর্থ তুলে দেন। টাকা ফেরতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয়রা।

শিলিগুড়িতে নাবালিকাকে দীর্ঘদিনের নির্যাতনের অভিযোগ, নিখোঁজ ভাই-বোন

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় এক ১২ বছরের নাবালিকার ওপর দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে নাবালিকাটি তার দুই ভাই-বোনকে নিয়ে দিদার সঙ্গে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকত। অভিযোগ, সেই বাড়িরই এক বৃদ্ধ সুযোগ বুঝে দীর্ঘদিন ধরে তার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছিল। বর্তমানে নাবালিকার এক ভাই-বোনও নিখোঁজ বলে জানা গেছে। সোমবার ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় কান্নারত অবস্থায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সদস্যরা নাবালিকার কাছ থেকে পুরো ঘটনা শোনেন এবং মঙ্গলবার আশিঘর ফাঁড়িতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ফোরামের প্রতিনিধি অমিত সরকার জানান,

অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি ভাই-বোনের নিখোঁজ হওয়ার পেছনে তার কোনো হাত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

ভল্কা রেঞ্জের রেঞ্জার প্রভাত কুমার বর্মনের বিদায় সম্বর্ধনা, নতুন দায়িত্বে সাউথ রায়ডাকে

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ারঃ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত ভল্কা রেঞ্জের দক্ষ বন আধিকারিক (রেঞ্জার) প্রভাত কুমার বর্মনকে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানাল কুমারগ্রাম শামুকতলা প্রেসক্লাব। মঙ্গলবার বিকেলে ভল্কা রেঞ্জ অফিসে ক্লাবের পক্ষ থেকে এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে ভল্কা রেঞ্জের দায়িত্ব সামলেছেন প্রভাত বাবু। তাঁর কার্যকালে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা এবং বন এলাকার আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সম্প্রতি তিনি সাউথ রায়ডাক রেঞ্জে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই বিদায়লগ্নে ক্লাব সদস্যরা তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে বিদায়ী বন আধিকারিককে উত্তরীয়, ফুলের তোড়া, মিষ্টি ও বিশেষ উপহার প্রদান করা হয়। ক্লাবের বর্ষীয়ান সাংবাদিক দিপালী বাগচী (লাহিড়ী) এবং সম্পাদক শুভাশিস ঘোষ প্রভাত বাবুর হাতে বিশেষ সম্মাননা পত্র তুলে দেন। বিদায়ী ভাষণে প্রভাত কুমার বর্মন প্রেসক্লাবের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সাংবাদিকদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকেও তাঁর আগামী কর্মজীবনের সাফল্য ও সুস্থ জীবন কামনা করা হয়।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

কাটমানি দেওয়া 'ভুল নয়', দাবি তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার

টাকা ফেরতের দাবিতে উত্তাল কোচবিহার

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহার-১ ব্লকের ঘুঘুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাডাঙ্গায় আবাস যোজনার কাটমানি নিয়ে এক চাঞ্চল্যকর বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এলাকার ১৬৯ নম্বর বুথের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা সাহিদা বিবির দাবি, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার পেছনে পঞ্চায়েত সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম রয়েছে। তাই উপভোক্তারা 'খুশি হয়ে' তাঁদের ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা দিয়েছেন এবং এতে কোনো ভুল নেই। তাঁর আরও বিস্ফোরক দাবি, কাটমানির টাকা তোলার জন্য বুথ সভাপতি, তাঁর স্বামী ও অন্যান্য তৃণমূল নেতাদের নিয়ে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়েছিল, যেখান থেকে তাঁর স্বামীও ভাগের টাকা পেয়েছেন। তবে পঞ্চায়েত সদস্যার এই 'খুশির দান'-এর তত্ত্ব সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগ তুলে সাহিদা বিবির বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ। ১৬৯ নম্বর বুথের বাসিন্দা সুনীতি রায় এবং ১৭০ নম্বর বুথের রত্না রায়ের অভিযোগ, ঘর দেওয়ার নামে তাঁদের কাছ থেকে জোর করে প্রায় ১০ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছে। এমনকি আফজাল হোসেন নামে এক বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তির কাছ থেকেও ৫ হাজার টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, যা পঞ্চায়েত সদস্যার চরম নিষ্ঠুরতাকেই প্রমাণ করে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতেই এখন তাঁরা তাঁদের কষ্টার্জিত টাকা ফেরত চান। এদিকে পঞ্চায়েত সদস্যা টাকা ফেরতের জন্য কিছুটা সময় চেয়েছেন। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি। বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, তৃণমূল আমলে এই ধরণের কাটমানি নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হলেও বর্তমান সময়ে তা আর বরদাস্ত করা হবে না এবং এই বিষয়টি তাঁদের কঠোরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

শান্তিনগরে জমি নিয়ে বিতর্ক,
দালালচক্রের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির শান্তিনগর আমতলা প্রগতি সংঘ ক্লাব সংলগ্ন একটি ১০ কাঠা জমিকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘ প্রায় ২৭ বছর ধরে পরিত্যক্ত থাকা এই জমির কোনো প্রকৃত মালিকের খোঁজ মেলেনি। কিন্তু সম্প্রতি কিছু জমি দালাল স্থানীয় একটি ক্লাবের কয়েকজন সদস্য ও বিজেপি কর্মীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে জমিটি কম দামে হাতিয়ে চড়া দামে বিক্রির চেষ্টা চালাচ্ছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ডাবগ্রাম ২ নম্বর অঞ্চল প্রশাসনের পক্ষ থেকে জমিতে একটি অস্থায়ী সরকারি বোর্ড লাগানো হলেও দালালদের তৎপরতা কমেনি বলে দাবি স্থানীয়দের। এতদিন জমিটি পাহারা দিয়ে আসা বাসিন্দাদের সাফ কথা, কোনো দালালচক্রকে এখানে জমি দখল করতে দেওয়া হবে না। তারা চান এই জমিতে মন্দির ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ হোক। অন্যদিকে, প্রগতি সংঘের সম্পাদক কিশোর দাস দাবি করেছেন, তারা বৈধ নথিপত্র থাকা প্রকৃত মালিকের কাছ থেকেই জমিটি কিনে কীর্তন কমিটির হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ বিষয়ে ডাবগ্রাম ২ অঞ্চলের প্রধান মিতালি মালাকার জানান, এতদিন কোনো মালিক না থাকায় জমিটি উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তবে প্রকৃত মালিক বৈধ নথি দেখালে জমি তার হাতেই দেওয়া হবে। পাশাপাশি, এই কেনাবেচায় কোনো রাজনৈতিক যোগ থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

১০ জুন ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

প্রাইমারি স্কুলে মিড-ডে মিলের টাকা ও চাল চুরি, তদন্তে পুলিশ

অপূর্ব বর্মন, নয়া জামানা, মালদা ঃ স্কুলের তালা না ভেঙেই অভিনব কায়দায় ভেতরে ঢুকে মিড-ডে মিলের নগদ টাকা ও চাল চুরির ঘটনা ঘটল মালদার বামনগোলা ব্লকে। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁদপুর অঞ্চলের তালতলা গ্রামের তালতলা প্রাইমারি স্কুলে। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা স্কুলের ভেতরে ঢুকে আলমারি ভেঙে নগদ টাকা ও চাল নিয়ে চম্পট দেয়। শুধু তাই নয়, স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ খাতাপত্র ও চকও নষ্ট করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে যায়।স্থানীয় ও স্কুল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতোই সোমবার সকালে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আসেন। কিন্তু স্কুলে এসে তাঁরা দেখেন, ঘরের দরজা হা করে খোলা রয়েছে। সন্দেহ হওয়ায় শিক্ষকরা ভেতরে প্রবেশ করতেই চুরির বিষয়টি সামনে আসে। তাঁরা দেখেন, ঘরের ভেতর অফিসের সমস্ত খাতাপত্র এবং চক নষ্ট করে চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলা রয়েছে। এরপর দেখা যায়, ঘরের ভেতরের আলমারিটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে।স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আলমারি ভেঙে

মিড-ডে মিলের রাখা নগদ ৩,০০০ টাকা এবং ড্রামে থাকা প্রায় ১০ কেজি চাল চুরি করে নিয়ে গেছে।এছাড়া আলমারিতে থাকা কিছু প্রয়োজনীয় নথিপত্রও মেঝেতে ছুড়ে ফেলে রেখে গেছে তারা।এই চুরির ঘটনার সবচেয়ে রহস্যজনক বিষয় হলো, স্কুলের মূল ঘরের কোনো তালা ভাঙা হয়নি। জানা গেছে, ঘরের একদিকের একটি দরজায় শুধুমাত্র ছিটকিনি লাগানো ছিল। চোরেরা কোনোভাবে সেই ছিটকিনি খুলে বা গলিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে।কোনো তালা না ভাঙায় রাতের অন্ধকারে আশপাশের কেউ বিষয়টি টের পায়নি।এই ঘটনার পর স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। স্কুল চত্বরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনায় জড়িত দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা বামনগোলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে বামনগোলা থানার পুলিশ। ছিটকিনি কীভাবে খোলা হলো এবং এর পেছনে স্থানীয় কোনো চক্র জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিক্ষানবিশ মেলায় যুবসমাজের অভাবনীয় সাড়া

নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গে চাকরির সুযোগ ক্রমশ কমছে, বেকারত্ব বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষ যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার কর্ণজোড়ায় অবস্থিত রায়গঞ্জ সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (আইটিআই)-এ অনুষ্ঠিত হল প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিক্ষানবিশ মেলা।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু প্রশিক্ষণার্থী ও চাকরিপ্রার্থী যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন।আইটিআই, পলিটেকনিক এবং বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয় এই মেলার মাধ্যমে। মেলায় উপস্থিত বিভিন্ন নামী সংস্থার প্রতিনিধিরা প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং শিক্ষানবিশ ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরেন। পাশাপাশি হাতে-কলমে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমেও প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়া চালানো হয়।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ধরনের উদ্যোগ যুবসমাজকে কর্মমুখী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই মেলা বিশেষ সহায়ক। দিনভর চলা এই মেলায় প্রায় ৬০ জনেরও বেশি প্রশিক্ষণার্থী ও চাকরিপ্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। আয়োজকদের দাবি, মেলাটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুবকদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের পাশাপাশি রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। কর্ণজোড়া আইটিআই-এর প্রিন্সিপাল অভিজিৎ হাজরা জানান, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিক্ষানবিশ মেলার মতো উদ্যোগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে তাদের সরাসরি সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

স্বনির্ভরতার গোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রশাসন

নয়া জামানা,মালদহ ঃ পুরাতন মালদহ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ব্লকের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা নেত্রীদের নিয়ে মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।পুরাতন মালদহ ব্লক দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মালদহ কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা,বিডিও অনিক রায়,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা রাজবংশী, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ইন্সপেক্টর সুকুমার পাল-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।সভায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের নানা সমস্যা,অভাব-অভিযোগ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব মনোযোগ দিয়ে শোনেন প্রশাসনিক ও জনপ্রতিনিধিরা। পাশাপাশি মহিলাদের আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে তুলতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প,ঋণ সুবিধা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।বক্তারা জানান,

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয়,সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তাই তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে নিতে প্রশাসন সর্বদা পাশে থাকবে।সভায় উপস্থিত মহিলারাও নিজেদের মতামত তুলে ধরেন এবং এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ টাকার প্রতারণা, প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা,মালদা ঃ চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল মালদহের গাজোলে। মঙ্গলবার টাকা ফেরতের দাবিতে প্রাক্তন বিধায়ক ও তৃণমূল নেতা সুশীল রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান চাকরিপ্রার্থীর পরিবারের সদস্যরা।অভিযোগ, কয়েক বছর আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও চাকরি মেলেনি। এমনকি টাকা ফেরত চাইলেও তা পাওয়া যায়নি বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের।চাকরিপ্রার্থীদের পরিবারের অভিযোগ, বারবার যোগাযোগ করা হলেও বিভিন্ন অজুহাতে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া

হয়েছে। অবশেষে টাকা ফেরতের দাবিতে এদিন গাজোলের কিষাণমান্ডি এলাকায় বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গাজোল থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক সুশীল রায়। তাঁর দাবি, আমি তখন বিধায়ক ছিলাম। আমার নাম করে কেউ টাকা তুলেছিল। সেই টাকা উদ্ধার করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। সেই কারণেই আজ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চাকরি দেওয়ার নামে আমি কারও কাছ থেকে টাকা নিইনি।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হাসপাতালে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে সুপারের কাছে বিজেপির ডেপুটেশন

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও মহকুমা হাসপাতালে বিভিন্ন সমস্যা এবং অবৈধ নিয়োগের অভিযোগ তুলে হাসপাতাল সুপারের কাছে ডেপুটেশন দিল ইসলামপুর শহর মণ্ডল বিজেপি।সোমবার দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করে পদযাত্রার মাধ্যমে হাসপাতাল চত্বরে পৌঁছান বিজেপি নেতা-কর্মীরা। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, হাসপাতাল দুটিতে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার মান, ওষুধ সরবরাহ, পরিকাঠামোগত সমস্যা, পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন অসঙ্গতির বিষয়েও তারা সরব হন।এদিন হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধান এবং সাধারণ মানুষের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার দাবিতে

হাসপাতাল সুপারের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের একাধিক সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, অথচ সেগুলির স্থায়ী সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।ডেপুটেশন কর্মসূচিতে ইসলামপুর শহর মণ্ডল বিজেপির একাধিক পদাধিকারী, কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, জনস্বার্থে হাসপাতালের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্বল পরিষেবার বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলন ভবিষ্যতেও চলবে।অন্যদিকে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ডেপুটেশনে উত্থাপিত বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে বলে জানা গেছে।

ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান নিতে ঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকায় বিধায়ক, দ্রুত সাহায্যের আশ্বাস

দিলদার আলী, নয়া জামানা,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ কুশমণ্ডি ব্লকের রামপুরঘাট ও ডিকুল এলাকায় গত সোমবার গভীর রাতে প্রবল ঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে। ঝড়ের তাণ্ডবে একাধিক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বহু পরিবার চরম দুর্ভোগের মুখে পড়ে।দুর্যোগের খবর পেয়ে মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কুশমণ্ডি বিধানসভার বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন, সমস্যার কথা শোনেন এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিত্র খতিয়ে দেখেন। এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি আনন্দ সরকার, অলৌক চৌহান-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।পরিদর্শনকালে বিধায়ক ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্বস্ত করে জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে তিনি সর্বদা রয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও তিনি আশ্বাস দেন।

ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রশাসনের মাধ্যমে সংগ্রহ করে উপযুক্ত সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি জানান।এদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি পরিবারের হাতে তাৎক্ষণিকভাবে ত্রিপল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

দ্রুত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে প্রশাসনকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার নির্দেশও দেন বিধায়ক।দুর্যোগের এই কঠিন সময়ে জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সক্রিয় উদ্যোগে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বিপদের মুহূর্তে বিধায়কের উপস্থিতি এবং সহায়তার আশ্বাস তাঁদের নতুন করে সাহস ও ভরসা জুগিয়েছে।

ইসলামপুরে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, গুরুতর জখম ৫

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর থানার শিয়ালতোর বাইপাস সংলগ্ন জাতীয় সড়কে মঙ্গলবার একটি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন পাঁচজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে দেওঘরের উদ্দেশ্যে একটি ছোট চারচাকা গাড়ি যাচ্ছিল।ইসলামপুরের শিয়ালতোর বাইপাস এলাকায় পৌঁছতেই একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় চারচাকা গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং গাড়িতে থাকা পাঁচজন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হন।দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন।

আহতদের গাড়ি থেকে বের করে তড়িঘড়ি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের চিকিৎসা চলছে এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থার ওপর চিকিৎসকরা নজর রাখছেন।খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে সহায়তা করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক্টর ও চারচাকা গাড়িটিকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কীভাবে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় শোক ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় সড়কে নিরাপদ যান চলাচল নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কাছে আরও কঠোর নজরদারির দাবি জানিয়েছেন।

টিনের রান্নাঘরে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড, দমকলের তৎপরতায় বড় বিপদ থেকে রক্ষা

দিলীপকুমার তালুকদার, নয়া জামানা দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ মঙ্গলবার বিকালে একটি বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল বুনিয়াদপুরে।তবে,দমকলের দুইটি ইঞ্জিন এসে আধঘন্টা চেষ্টায় আগুন নেভাতে সক্ষম হলে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি নামে।জানা গেছে,এদিন বিকাল ৩ টা নাগাদ বুনিয়াদপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের হাটখোলা সংলগ্ন গৌরাঙ্গ শীল নামে এক ব্যক্তির বাড়ির দোতালার ছাদে অবস্থিত টিনের রান্না ঘরে আগুন লাগে।

আগুনের কারনে ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ভিড় করেন।কিছুক্ষনের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা শক্তিশালি হতে থাকে।বাড়ির মালিক স্থানীয় দমকল কেন্দ্রে ফোন করলে অতি দ্রুত দমকল কর্মীরা অকুস্থলে ছুটে

আসেন এবং দুইটি ইঞ্জিন দিয়ে পাশ্ববর্তী পুকুর থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর জন্য চেষ্টা শুরু করেন।পাশাপাশি বংশীহারী থানার পুলিশও ছুটে আসে।পুলিশ উৎসাহী জনতাকে ঘটনাস্থল থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।দমকল কর্মীদের আপ্রান চেষ্টায় আধ ঘন্টা পর আগুন নেভে।জানা গেছে,গৌরাঙ্গ শীলের দোতালার ছাদে একটি টিনের ঘর ছিল।সেই টিনের ঘরেই প্রতিদিনের রান্নার কাজ চলতো। জ্বালানী হিসাবে কাঠ এবং গোবরের ঘুঁটে ব্যবহার করা হতো।সকলের সন্দেহ,রান্নার আগুন থেকেই কোনক্রমে কাঠ এবং গোবরের ঘুঁটেয় আগুন লাগার কারনে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা।তবে, অতি অল্প সময়ে আগুন নেভায় আশেপাশের বাড়িগুলি অগ্নিকান্ডের হাত থেকে বেঁচে যায়।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

বালুরঘাটে বিমান ওড়ানোর তৎপরতা, কেন্দ্রীয় বিমানমন্ত্রীর সঙ্গে সুকান্ত মজুমদারের বিশেষ বৈঠক

সাজাহান আলি,নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা বালুরঘাট বিমানবন্দরে পুনরায় বিমান পরিষেবা চালু করার জন্য উদ্যোগী হলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এই উদ্দেশ্যে সোমবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন সুকান্ত বাবু। বৈঠকের শুরুতেই বালুরঘাট বিমানবন্দরের অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন এবং সমস্ত বিষয়ে রামমোহন নাইডু কে অবগত করেন ডঃ সুকান্ত মজুমদার। বৈঠক শেষে এ দিনের আলোচনা ইতিবাচক হওয়ায় অচিরেই বালুরঘাট বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার সুখবর মিলতে পারে বলে সুকান্ত বাবু মনে করছেন। জেলার রেল উন্নয়নের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ এবং এদিন বালুরঘাট বিমানবন্দরের বিমান পরিষেবা চালু করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের ভূমিকা নিয়ে আশার আলো দেখ ছেন জেলাবাসী।প্রসঙ্গত,প্রায় ৪০ বছর ধরে বিমান পরিষেবা বন্ধ রয়েছে বালুরঘাট বিমানবন্দরে। বহু বছর আগে এক সময় দু-একটি বিমান পরিষেবা ছিল এখানে।

কিন্তু বাম জামানার শুরুরদিকে এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বিমানবন্দরের রানওয়ের সংস্কার করার পর বহুবার এই বালুরঘাট বিমানবন্দর ও বিমান পরিষেবা চালু করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে জোরালো দাবি উঠেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কয়েক বছর আগে তৃণমূল সরকারের আমলে সপ্তাহে একদিন করে সাত আসন বিশিষ্ট একটি হেলিকপ্টার পরিষেবা কলকাতা থেকে দুর্গাপুর , মালদা হয়ে বালুরঘাটে চালু হয়েছিল কিন্তু সেটিও কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়।

অথচ উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা , কলকাতা সহ দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ , শিল্পের উন্নয়ন , নানাবিধ কারণে বালুরঘাট বিমানবন্দরের বিমান পরিষেবার চালুর দাবি ভীষণ জোরালো হয়ে ওঠে। এমন পটভূমিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা

প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদারের সোমবারের বিশেষ বৈঠক ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । এদিন বৈঠকের পর সুকান্ত মজুমদার বলেন, অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সঙ্গে তার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও ইতিবাচক হয়েছে। তিনি বালুরঘাট বিমানবন্দর বিষয়ে সমস্ত কিছু জানার পর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। সুকান্ত বাবু মনে করছেন ,এ বিষয়ে অল্প দিনের মধ্যে সুখবর মিলতে পারে।তিনি আরও আরো জানান, খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা বালুরঘাট বিমানবন্দর রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক খুব তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অধীনে চলে যাবে।

Naya Jamana.....8 June....2026...new_Layout 1 10-06-2026 11:28 Page 6

ভরতপুর পঞ্চায়েতে উপসমিতি ঘিরে অনাস্থা, ব্লক অফিসে উত্তাল রাজনৈতিক তরজা

আইয়ুব আলী,নয়া জামানা, ভরতপুর ঃ ভরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ এবার আরও চড়ল। দলমত নির্বিশেষে পঞ্চায়েতের যে ১৩ জন নির্বাচিত সদস্য বর্তমান উপসমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আবেদন জমা দিয়েছিলেন, সেই সূত্র ধরেই আজ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। পূর্বের সেই আবেদনের ভিত্তিতে এদিন ভরতপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির কমিউনিটি হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের একটি বিশেষ হেয়ারিং বা শুনানির জন্য ডাকা হয়। তবে এই হাইভোল্টেজ শুনানিতে মূল স্বাক্ষরকারী ১৩ জন পঞ্চায়েত

সদস্যের মধ্যে ১ জন সদস্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে আজকের এই শুনানিতে শেষ পর্যন্ত ১০ জন পঞ্চায়েত সদস্য এবং ২ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যসহ মোট ১২ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত থেকে নিজস্ব বক্তব্য পেশ করেন। উল্লেখ্য, এর আগে দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত কনস্টিটিউশন রুল ১৯৭৫ এর ২২(৪) ধারা মেনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও পরিকাঠামো সহ মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপসমিতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিডিও-র কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন সদস্যরা। দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের এই জোটবদ্ধ অবস্থান এবং আজকের এই হেয়ারিংকে কেন্দ্র করে বর্তমানে সমগ্র ভরতপুর ব্লক জুড়ে তীব্র রাজনৈতিক আলোড়ন ও গুঞ্জন চরমে পৌঁছেছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দুর্নীতি মামলায় ফের গ্রেপ্তার, ধৃত কাদিরুল শেখ

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চালিয়ে ফের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম কাদিরুল শেখ। সোমবার মিঠিপুর-রাইচকের বলতলা এলাকা থেকে বহরমপুর থানার পুলিশ এবং জঙ্গিপুর ফাঁড়ির যৌথ অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা বেআইনিভাবে আত্মসাৎ এবং ভুয়ো পরিচয়ে সরকারি সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরেই তদন্ত চলছিল।

সেই তদন্তের সূত্র ধরেই কাদিরুল শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার আশা করছে তদন্তকারী দল।উল্লেখ্য, মাত্র তিন দিন আগেই একই মামলায় শরিফুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তদন্তে উঠে এসেছে, পুরুষ হয়েও মহিলা সেজে বা ভুয়ো নথি ব্যবহার করে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খ বর।তদন্তকারীদের দাবি, এটি একটি বৃহত্তর দুর্নীতি চক্রের অংশ হতে পারে। সরকারি প্রকল্পের টাকা কীভাবে ভুয়ো অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামী দিনে আরও গ্রেফতার হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে ধারাবাহিক গ্রেফতারের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ও প্রশাসন আরও সক্রিয়।

চুরির অপবাদ ও পারিবারিক অশান্তির জেড়ে আত্মহত্যা গৃহবধুর

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ চুরির অপবাদ ও পারিবারিক অশান্তি এই বিষাক্ত চক্রের বলি হলেন এক গৃহবধূ। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের তোলা চুরির অপবাদ সইতে না পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন ৩২ বছর বয়সী এক গৃহবধূ। মর্মান্তিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার কৃষ্ণশাইল বাঁধেরধার এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় মৃত গৃহবধূর নাম ডলি খাতুন বয়স আনুমানিক ৩২ বছর।গত কয়েকদিন ধরেই পারিবারিক নানা বিষয় নিয়ে স্বামী মহবুল সেখ এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সাথে তাঁর বিবাদ চলছিল।

পরিবার সূত্রে যানা যায় ডলি খ াতুনের শ্বশুরবাড়ি ধুলিয়ানের লক্ষীপুর এলাকায়।পরিবারের অভিযোগ, গত রবিবার আচমকাই ডলি খাতুনের ওপর চুরির অপবাদ চাপানো হয়। অকারণে এমন অপবাদ মেনে নিতে পারেননি ওই গৃহবধূ।পরিবারের সদস্যদের দাবি, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন শুরু করেন। সেই অপমানের জ্বালায় সোমবার গভীর রাতে বাবার বাড়িতে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তিনি।সকালে দীর্ঘক্ষণ সাড়াশব্দ না পেয়ে বাড়ির লোকজন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গৃহবধূকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঠিক কী কারণে এই চরম সিদ্ধান্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার জেড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা পরিবার জুড়ে।

ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা বহনকারী কনভেয়ার ভেঙে পড়ল, অল্পের জন্য রক্ষা শ্রমিকরা

নয়া জামানা,ফরাক্কা ঃ ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা বহনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ কনভেয়ার আচমকাই ভেঙে পড়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ঘটনাটি রাতের অন্ধকারে ঘটায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের মতে, দিনের বেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটলে বড়সড় বিপর্যয় এবং শ্রমিকদের প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। সূত্রের খবর, ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২১০০ মেগাওয়াট। চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন সেখানে ১৫০০ থেকে ১৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা প্রথমে মজুত স্থানে রাখা হয়। সেখান থেকে কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে কয়লা ক্রাশারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তা

গুঁড়ো করে বয়লারের বার্নারে পাঠানো হয়। ফলে কয়লা পরিবহণ ব্যবস্থায় কনভেয়ারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফরাক্কা এনটিপিসির মুখ ্য জনসংযোগ আধিকারিক পীযুষ কুমার জানান, গত দু'দিনের ঝড়-বৃষ্টির কারণে কনভেয়ারটির কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই কারণেই সেটি ভেঙে যায়। তবে একটি কনভেয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বিকল্প কনভেয়ার ব্যবস্থা থাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। পাশাপাশি কোনও হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি। দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে, ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অমর চক্রবর্তী বলেন, ঘটনাটি রাতের বেলায় ঘটায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। দিনের বেলায় হলে শ্রমিকদের জীবনহানি পর্যন্ত ঘটতে পারত। কিছুটা হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। ঘটনার পর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোগত রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে সমস্ত কনভেয়ার ও সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর জরুরি ভিত্তিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও নিরাপত্তা নিরীক্ষা করা

কাটমানির অভিযোগে পঞ্চায়েত সদস্যকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসীরা

নয়া জামানা ,মুর্শিদাবাদ ঃ খড়গ্রাম ব্লকের পদমকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৬ নম্বর বুথ এলাকায় এক পঞ্চায়েত সদস্যকে ঘিরে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তপেন মৌলিক বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জব কার্ড-সহ একাধিক খাতে সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত বা তাঁর দলের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে গাঁফুল গ্রামে একটি পাড়া বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। বৈঠকে জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির তপশিলি মোর্চার সভাপতি আদিত্য মৌলিকও উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি স্থানীয়দের। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, বৈঠকে উপস্থিত গ্রামবাসীরা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। পরে খ ড়গ্রাম থানার পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সদস্যকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাঁকে আটক করে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগের সত্যতা ও আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ বলে জানিয়েছে প্রশাসনিক মহলের একাংশ।

আবাসে কাটমানির অভিযোগে গ্রেফতার, মেহবুব আলম, উদ্ধার ২৩০টি চেকবুক

নয়া জামানা,ধুলিয়ান ঃ আবাস যোজনার টাকা অবৈধভাবে আত্মসাৎ, কাটমানি আদায় এবং উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথি নিজের জিম্মায় রাখার অভিযোগে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হলেন ধুলিয়ান পৌরসভার প্রাক্তন প্রশাসক তথা তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা মেহবুব আলম। রবিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। সোমবার তাঁকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুলিয়ানের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২৩০টি চেকবুক এবং একাধিক ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথি উদ্ধার করা হয়েছে। ওই নথিগুলি কেন এবং কী উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। পাশাপাশি আবাস যোজনার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ নিয়েও বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার বিকেলে ধুলিয়ান পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রোশনারা বিবির স্বামী তথা কাউন্সিলর প্রতিনিধি মেহবুব আলমের বাড়ির সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপভোক্তাদের কাছ থেকে আগাম

২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছিল। বিক্ষোভকারীদের আরও দাবি, সরকারি অনুদানের টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকার পর সেই টাকা যাতে তাঁরা নিজেরা তুলতে না পারেন, তার জন্য আগে থেকেই চেকবুক-সহ ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় নথি নিজের কাছে রেখে দিতেন অভিযুক্ত। পরে তিনি নিজেই টাকা তুলে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ করতেন বলে অভিযোগ। আবার বহু ক্ষেত্রেই টাকা নেওয়ার পরও ঘর তৈরি হয়নি বলেও দাবি স্থানীয়দের। প্রসঙ্গত, ২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ধুলিয়ান পৌরসভার প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন মেহবুব আলম। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। রবিবারের বিক্ষোভে উত্তেজিত জনতার একাংশ অভিযুক্তের বাড়ির সামনে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। অভিযোগ, ওই সময় বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরাও ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সামশেরগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় আটক করার পর তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে উদ্ধার হওয়া নথিপত্র খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা আর্থিক লেনদেন ও সম্ভাব্য দুর্নীতির পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা করছেন। তবে এই অভিযোগ ও গ্রেফতারি প্রসঙ্গে অভিযুক্ত মেহবুব আলম বা তাঁর পরিবারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ভোটাধিকার ইস্যুতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ, সাংসদদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

রাজু শেখ ,নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণা এবং জনমতের প্রতি বেইমানি করার অভিযোগ তুলে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল জাতীয় কংগ্রেস। দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ অংশগ্রহণ করেন।বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করেন, জেলার মানুষ যে আশা ও বিশ্বাস নিয়ে সাংসদদের নির্বাচিত করেছিলেন, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করা হয়নি।

তাদের দাবি, সাংসদরা জেলার সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিবর্তে কেন্দ্রের শাসক দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের পথ বেছে নিয়েছেন, যা ভোটারদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ভোটাধিকার সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। বক্তারা বলেন, গোটা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৭ লক্ষ এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় চার লক্ষেরও বেশি মানুষের ভোটাধিকার ভবিষ্যৎ বর্তমানে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। বহু মানুষ ট্রাইব্যুনালের শুনানির অপেক্ষায় রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে জেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল বলে দাবি করেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন, যে মানুষদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সাংসদ হয়েছেন, তাদের ভোটাধিকার সংকটের সময় আপনারা নীরব কেন? সেই ভোট নিয়েই কোন স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই অবস্থান গ্রহণ করা হল?সভা থেকে আরও বলা হয়, মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার মানুষ এই ঘটনার জবাব গণতান্ত্রিক উপায়ে দেবেন। কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্য, জনগণের আস্থা ও অধিকার রক্ষার লড়াই অব্যাহত থাকবে এবং ভোটাধিকার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না। কর্মসূচির শেষে সাংসদদের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে প্রতিবাদকারীরা স্লোগান তোলেন এবং দ্রুত মানুষের ভোটাধিকার সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার অবসানের দাবি জানান।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, জঙ্গিপুর হাসপাতালে গৃহবধূর মৃত্যুকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, জঙ্গিপুর ঃ জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এক গৃহবধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান মৃতার পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম খ ালেদা বিবি (৩২)। তিনি রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মির্জাপুর অঞ্চলের সাদিপুর গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের দাবি, মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেই সময় তাঁর পেট ফুলে গিয়েছিল এবং প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে পরিবারের সদস্যরা

জানান। অভিযোগ, চিকিৎসকরা একটি পাইপ লাগালেও এরপর আর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়নি। মৃতার স্বামী আমাল শেখের অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ ধরে রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করলেও তাঁকে কোনও ওষুধ বা ইনজেকশন দেওয়া হয়নি। এমনকি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ব্যবস্থাও করা হয়নি বলে দাবি তাঁর। পরিবারের সদস্যরা বারবার চিকিৎসকদের কাছে অনুরোধ জানালেও যথাযথ সাড়া মেলেনি বলেও অভিযোগ। পরিবারের আরও দাবি, রোগীর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হলেও দীর্ঘ সময় কোনও চিকিৎসক তাঁকে দেখতে আসেননি। পরে হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতার আত্মীয়-পরিজনরা। হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অভিযোগগুলির বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের অভিযোগের সত্যতা খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কী কারণে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে এবং চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হবে।

বিজেপি কর্মী পরিচয় ও পুলিশের নাম ভাঙিয়ে তোলাবাজি, গ্রেপ্তার যুবক

নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ নিজেকে বিজেপি কর্মী এবং পুলিশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে এক মহিলার কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগে হরিহরপাড়ায় এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম রাকিবুল শেখ। তাঁর বাড়ি হরিহরপাড়া থানার টলটনপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিহরপাড়ার হোসেনপুর এলাকার এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাকিবুলকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, কয়েক বছর আগে ওই মহিলার স্বামী মাদকাসক্ত থাকলেও গত তিন বছর ধরে তিনি কোনও নেশার সঙ্গে যুক্ত নন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, মহিলার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রাকিবুল নিজেকে বিজেপি নেতা তন্ময় বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় দেয় এবং থানার পুলিশের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করে। এরপর মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মহিলার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা আদায় করে বলে অভিযোগ। পরে আরও ৫ হাজার টাকা দাবি করা হয়। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে রাকিবুলকে গ্রেফতার করে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ধৃত টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখ

ছেন, এই তোলাবাজি চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং রাকিবুল এর আগে আরও কতজনের কাছ থেকে একই কায়দায় টাকা আদায় করেছে। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে পেশ করে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....8 June....2026...new_Layout 1 10-06-2026 11:28 Page 7

অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীর খোঁজ মিলল বিজেপি নেতার বাড়িতে

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ একুশের ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে অভিযুক্ত এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যকে ঘিরে মঙ্গলবার চাঞ্চল্য ছড়াল বোলপুরের বাহিরি পাঁচশোয়া এলাকায়। স্থানীয় এক বিজেপি নেতার বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তাপস কৈবর্তের বিরুদ্ধে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। শেষ পর্যন্ত পুলিশি হস্তক্ষেপে তাঁকে উদ্ধার করে বোলপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে গ্রেপ্তার করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর খণ্ডগ্রাম এলাকায় রাজনৈতিক হিংসার একটি মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন তাপস কৈবর্ত।

অভিযোগ, বিজেপি কর্মী বুদ্ধদেব মেটেকে বাজার থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি দলীয় কার্যালয়ে আটকে মারধর করা হয়েছিল। বাঁশ ও লোহার রড দিয়ে আঘাতের ফলে তাঁর হাত-পা ও দাঁত ভেঙে যায় বলেও অভিযোগ। ওই ঘটনায় তাপস কৈবর্ত ও তাঁর অনুগামীদের নাম উঠে আসে।সেই সময়ের পরিস্থিতিতে অভিযোগ জানাতে সাহস না পেলেও পরে রাজনৈতিক পালা বদলের পর বুদ্ধদেব মেটে বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর থেকেই অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু হয়। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে তাপসকে এলাকায় প্রকাশ্যে দেখা না যাওয়ায় তিনি আত্মগোপনে রয়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছিল।এলাকাবাসীদের অভিযোগ, সেই সময় থেকেই স্থানীয় বিজেপি নেতা বিজয় ভকতের বাড়িতে গোপনে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাপস। মঙ্গলবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই গ্রামবাসীদের একাংশ ওই বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। ক্রমশ উত্তেজনা বাড়তে থাকলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের উপস্থিতিতে বাড়ি থেকে তাপস কৈবর্তকে বের করে আনা হয়। তখন উত্তেজিত জনতার একাংশ তাঁকে মারধর করে বলে অভিযোগ। এই সময় পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কায় পুলিশ দ্রুত তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে থানায় নিয়ে যায়। পরে ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

সাঁইথিয়া পুরসভায় চেয়ারম্যান-সহ ১৪ জন কাউন্সিলরের পদত্যাগে নতুন জল্পনা

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ একসময় যে দলকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখা হত, সেই তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘিরেই এখন ভাঙন, অসন্তোষ এবং নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে জোর রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দলের একাধিক নেতা-কর্মীর প্রকাশ্য অসন্তোষ, পদত্যাগ এবং নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের আবহে এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এল বীরভূম।রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, গত কয়েক দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তা আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দলের বর্তমান নেতৃত্ব, সাংগঠনিক কাঠামো এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক দিশা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক প্রাক্তন সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী এবং দীর্ঘদিনের সংগঠক প্রকাশ্যে দলের কর্মকাণ্ড নিয়ে অসন্তোষ জানিয়েছেন। সম্প্রতি প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্তমান বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ‘নব্য তৃণমূল’ গঠনের ঘটনাও রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের দাবি, দলের অভ্যন্তরে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং নেতৃত্ব নিয়ে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষই এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভ এখন প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই সমস্ত জল্পনাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ, তবুও ঘটনাপ্রবাহ অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। এই আবহেই বীরভূম জেলায় একের পর এক ঘটনা নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কিছুদিন আগে জেলা কোর কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ান রাজ্যের প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশীস বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের প্রভাবশালী মুখ অনুব্রত মণ্ডলকে ঘিরেও নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তা নিয়ে নানা আলোচনা চলছে রাজনৈতিক মহলে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই সোমবার আরও বড়সড় রাজনৈতিক ধাক্কা এল সাঁইথিয়া পুরসভায়। সাঁইথিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান বিপ্লব দত্ত-সহ মোট ১৪ জন কাউন্সিলর সিউড়ি মহকুমাশাসকের (এসডিও) দপ্তরে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চেয়ারম্যান বিপ্লব দত্ত বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা বিভ্রান্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন, নেতৃত্ব এবং ভবিষ্যৎ দিশা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষ সাম্প্রতিক নির্বাচনে যে বার্তা দিয়েছেন, তা আমাদের গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করার স্বার্থেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।পুরসভার মোট ১৬ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১৪ জনের একযোগে পদত্যাগ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে তৃণমূলের সাংগঠনিক দুর্বলতার প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরতে শুরু করেছে। অন্যদিকে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।রাজনৈতিক

পর্যবেক্ষকদের মতে, সাঁইথিয়ার এই ঘটনা শুধুমাত্র একটি পুরসভার প্রশাসনিক সংকট নয়, বরং তা বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করতে পারে।

বিশেষ করে এমন এক সময়ে এই পদত্যাগের ঘটনা ঘটল, যখন রাজ্য রাজনীতিতে দলবদল, নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন এবং নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা চলছে।

কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ‘হিন্দু-মুসলিম’ ভেদাভেদের অভিযোগ, এলাকায় ক্ষোভ

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা,নদীয়া ঃ নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিবাদী পল্লী। এই এলাকায় বেশিরভাগ পরিবার হিন্দু সম্প্রদায়ের। বিবাদী পল্লীর মানুষের অভিযোগ, যেহেতু তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ সেই কারণে তাদের এলাকায় কোন উন্নয়ন করত না কাউন্সিলর। যদিও বর্তমানে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাহজাহান শেখের স্ত্রী। তবে সব কাজ দেখাশুনা করতো শাহজাহান শেখ নিজেই। তিনি দীর্ঘদিনের প্রাক্তন কাউন্সিল ছিলেন। উল্লেখ্য ২০২৬ এ বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃণমূল সরকারকে হারিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। এরপরই দেখা গেছে বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের দুর্নীতির খবর উঠে আসছে। বিভিন্ন জায়গায় গ্রেফতার হয়েছে তৃণমূলের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করল এবার শান্তিপুরে। শান্তিপুর পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের দাবি দীর্ঘ দিন ধরেই তাদের একাধিক রাস্তার বেহাল দশা। বৃষ্টি হলে রাস্তা পুরো জলে ঢেকে যায়। রাস্তা দিয়ে হাঁটার উপায় থাকে না। একাধিকবার কাউন্সিলরকে জানানো হলে তিনি শুধু মাপ যোগ করেন। কিন্তু ভোট চলে গেলে আর খোঁজ খবর থাকে না।স্থানীয় বাসিন্দা মিনতি দত্ত বলেন, আমার বিয়ে হওয়ার পর থেকে যে রাস্তা দেখেছিলাম আজ পর্যন্ত সেই রাস্তার কোনো উন্নয়ন হয়নি। ঠিকমতো আলো থাকে না রাস্তায়। কাউন্সিলর কে জানিয়ে কোন লাভ হয়নি। তার কারণ তিনি বলেন আমরা যেহেতু হিন্দু সেই কারণে আমরা নাকি তাদের ভোট দিই না।অন্য এক বাসিন্দা হরেন সরকার বলেন, এটা ২৩ নম্বর ওয়ার্ড। বর্তমানে সাহাজন শেখ এর স্ত্রী কাউন্সিলর হলেও সব কাজ তিনিই করেন। আমরা রাস্তার কথা বললে দড়ি নিয়ে মাপ যোগ শুরু হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। এ বিষয়ে অভিযুক্ত প্রাক্তন কাউন্সিলর শাহজাহান শেখ বলেন, ওই এলাকার মানুষের যে অভিযোগ তার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগি করি না।ত্ত আমি বেশিরভাগ সময় হিন্দুদের সঙ্গে কাটাই। ভোটের আগে একটি রাস্তা হয়েছে। আর দুটি ভোটের পর হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বর্তমান সরকার পাড়ার সমাধানের সব কাজ আটকে রেখেছে, এখানে আমার কিছু করার নেই।

‘আগে পুনর্বাসন পরে হকার উচ্ছেদ’, পলাশীপাড়ার গর্জে উঠল বামফ্রন্ট

পার্থ দাস বৈরাগ্য,নয়া জামানা,নদীয়া ঃ যাদবপুরে মধ্যরাতে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় সৃজন ভট্টাচার্য্যর গ্রেফতারি ও সুজন চক্রবর্তীসহ অসংখ্য বাম নেতা কর্মীর আহত হওয়ার ঘটনায় প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল বাম শিবির।মঙ্গলবার বিকেলে পলাশীপাড়া সিপিআইএম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে পলাশীপাড়া বাস স্ট্যান্ডে বিক্ষোভ পথ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভা থেকে একাধিক বক্তার বক্তব্যে দাবি ওঠে

পুর্নবাসনের ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদ করা যাবে না।এই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নদীয়া জেলা কমিটির

সদস্য সলিল কর, পলাশীপাড়া এরিয়া কমিটির সদস্য বুলবুল মণ্ডল ও সায়ন্তন চক্রবর্তী এবং সিটু'র

পলাশীপাড়া আঞ্চলিক কমিটির সদস্য প্রদ্যুৎ বিশ্বাস,আওয়াজ কমিটির রেজাউল হক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মী সমর্থকরা।সিপিআইএম এর পলাশীপাড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক বুলবুল মন্ডল বলেন যে, গরিব হকারদের অবিলম্বে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আইন অনুযায়ী নোটিফিকেশন না করে এবং পুর্নবাসনের ব্যবস্থা না করে সামনের দিনে আর একটি হকারকে উচ্ছেদ করলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো।

সাত দফা দাবিতে রামপুরহাট এসডিও দপ্তরে এসইউসিআই এর ডেপুটেশন

নজেদের সাত দফা দাবি তুলে ধরে মঙ্গলবার রামপুরহাট মহকুমাশাসকের দপ্তরে লিখিত স্মারকলিপি জমা দিল এসইউসিআই। এদিন বীরভূমের রামপুরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র পাঁচমাথা মোড়ে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে দলের নেতা-কর্মীরা জড়ো হন। সেখান থেকে একটি মিছিল বের করে রামপুরহাট মহকুমাশাসকের দপ্তরের মূল গেটের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। পরে সংগঠনের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মহকুমাশাসকের কাছে লিখিত স্মারকলিপি জমা দেন।দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বৈধ ভোটারদের নাম যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে তা পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা,বীরভূম ঃ নিজেদের সাত দফা দাবি তুলে ধরে মঙ্গলবার রামপুরহাট মহকুমাশাসকের দপ্তরে লিখিত স্মারকলিপি জমা দিল এসইউসিআই। এদিন বীরভূমের রামপুরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র পাঁচমাথা মোড়ে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে দলের নেতা-কর্মীরা জড়ো হন।

সেখান থেকে একটি মিছিল বের করে রামপুরহাট মহকুমাশাসকের দপ্তরের মূল গেটের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। পরে সংগঠনের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মহকুমাশাসকের কাছে লিখিত স্মারকলিপি জমা দেন।দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বৈধ ভোটারদের নাম যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে তা পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে কোনওভাবেই হকার উচ্ছেদ করা যাবে না বলেও দাবি তোলা হয়। রামপুরহাট শহর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হকার উচ্ছেদের আগে উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবি জানানো হয়। এছাড়াও শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান, চাকরি হারানো শিক্ষকদের পুনর্বহাল এবং বিভিন্ন এলাকায় স্মার্ট মিটার বসানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিও তোলা হয়।পার্টির অভিযোগ, স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এসইউসিআই নেতৃত্ব জানান, দ্রুত দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন তাঁরা। প্রয়োজনে মহকুমাশাসকের দপ্তর ঘেরাও ও প্রশাসনিক কাজকর্ম অচল করার মতো কর্মসূচিও গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারীরা।

শুম্ভুনাথ কলেজে ছাত্র সংসদের আলমারি থেকে মিলল বোমা !

রুম্পা দাস,নয়া জামানা,বীরভূম ঃ বীরভূমের লাভপুরে শুম্ভুনাথ কলেজের ছাত্র সংসদ কক্ষ থেকে দুটি বোমা উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অফিসঘরের একটি আলমারির ভিতরে বোমা দুটি রাখা ছিল। খবর পেয়ে লাভপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা উদ্ধার করে এবং তদন্ত শুরু করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বস্তুগুলি কী ধরনের বোমা এবং সেগুলি কতটা বিপজ্জনক ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর কলেজ চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ নিশীথনাথ চক্রবর্তী বলেন, ছাত্র ইউনিয়ন অফিসের ভিতরে বোমা রাখা ছিল। পুলিশ এসে বোমাগুলি উদ্ধার করেছে। গত চার বছর কলেজে ছাত্র সংসদ বন্ধ, স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চালাতে পারিনি। কেন পারিনি, সেটা এখন বলতে চাই না।অন্যদিকে, বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবিভিপি-র ছাত্ররা। তাদের অভিযোগ, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা জড়িত। এবিভিপি-র দাবি, ছাত্র সংসদ কক্ষের ভিতরে বোমা তৈরির কিছু উপকরণও মিলেছে, যা বিষয়টিকে আরও গুরুতর করে তুলেছে।এবিভিপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ছাত্র সংসদ কক্ষের ভিতরে বোমা তৈরির কাজ চলত বলে আমাদের সন্দেহ। উদ্ধার হওয়া বোমা এবং অন্যান্য সামগ্রী সেই অভিযোগেরই প্রমাণ। আমরা ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।তবে এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।ঘটনার তদন্তে নেমেছে লাভপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বোমাগুলির উৎস, কী উদ্দেশ্যে সেগুলি সেখানে রাখা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কলেজ চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হবে।

চাকরি দেওয়ার নামে টাকা আত্মসাৎ, গ্রেপ্তার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগে পুলিশের জালে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা মিঠু শেখ। ধৃত মিঠু শেখ দীর্ঘদিনের তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের নেতা ছিলেন। নদীয়ার এক যুবকের কাগজ-কলমে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রশাসন সোমবার রাতে গ্রেফতার করে মিঠু শেখকে।নদীয়ার এই যুবকের অভিযোগ প্রায় ৫০ জনের কাছ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের নেতা মিঠু শেখ চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তচরুপ করে। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃত মিঠু শেখকে নদীয়ার কৃষ্ণনগর জেলা দায়রা আদালতে তোলা হয় পুলিশের তরফে।প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে ত্রাণ সামগ্রী কাণ্ডে গ্রেফতার হতে হয় নদীয়ার নবদ্বীপ পৌরসভার চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহাকে। এবার পুলিশের থাবা নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পরেই যে হুঁশিয়ারি

গুলো প্রশাসনের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল; বিশেষ করে দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন হচ্ছে, যার প্রমাণ একাধিক এই গ্রেপ্তারি।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

শহরে বাস চলাচলের আশ্বাস বিধায়কের, নতুন দিনের আশায় বর্ধমানের ব্যবসায়ীরা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বর্ধমান শহরের বুক চিলতে থাকা জিটি রোড দিয়ে পুনরায় বাস চলাচলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র শহরের ভিতর দিয়ে বাস চলাচলের ব্যাপারে সব রকমের প্রশাসনিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। বিধায়কের এই ইতিবাচক সাড়ায় দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটার আশায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তারা বিধায়ক এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। উল্লেখ্য, তিনকোনিয়া বাসস্ট্যান্ড উঠে যাওয়ার পর থেকে টাউন সার্ভিস ছাড়া অন্য কোনো বাস শহরের মূল রাস্তায় ঢোকে না। ফলে গ্রামীণ এলাকার ক্রেতারা সরাসরি শহরে আসতে পারছিলেন না, যার জেরে বিসি রোড এবং জিটি রোডের ব্যবসা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাসের আপত্তির কারণেই এতদিন এই পরিষেবা বন্ধ ছিল। এমনকি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদ আন্দোলনও জোরপূর্বক বানচাল করার অভিযোগ উঠেছিল তৎকালীন শাসকদলের বিরুদ্ধে। নতুন সরকারের এই আশ্বাসের পর অল বেঙ্গল ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্সের সহ-সভাপতি বিশ্বেশ্বর চৌধুরী জানান, শহরের ভেতরে আবার বাস চালু হলে ব্যবসায়ীদের সুদিনের পাশাপাশি সাধারণ ও গরিব মানুষের যাতায়াতের বাড়তি খরচ অনেকটাই কমবে।

পরিবেশ রক্ষায় অনন্য উদ্যোগ, ‘এক টাকার পাঠশালা’র পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হল গাছের চারা

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান শহরের কাঞ্চননগরে পরিবেশ সচেতনতার এক অভিনব নজির গড়ল ‘এক টাকার পাঠশালা’। সম্প্রতি এই পাঠশালার উদ্যোক্তা ও বিশিষ্ট শিক্ষক অম্লান মজুমদারের সক্রিয় সহযোগিতায় ‘বৃক্ষবন্ধু সমন্বয় দলে’র পক্ষ থেকে ৫০ জন দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে ৫০টি গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। ‘বৃক্ষের টানে বৃক্ষবন্ধু ২০২৬’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাজু দাস সহ এলাকার বহু গুণীজন ও অভিভাবক। মূল কর্মসূচির আগে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন এবং অম্লান মজুমদার একটি বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা দেন ‘বৃক্ষবন্ধু’ ড. সোমনাথ গুপ্ত। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এক টাকা মানে যেমন ষোলো আনা, তেমনই পরিবেশ রক্ষা বা জীবনের যেকোনো কাজেই শিক্ষার্থীদের ১৬ আনা তথা পূর্ণ প্রচেষ্টা দিতে হবে। তিনি গাছ লাগানোর অনুভূতিকে মাতৃত্বের স্বাদের সঙ্গে তুলনা করেন। উদ্যোক্তারা জানান, পরিবেশ বাঁচাতে গাছ কাটা বন্ধ করার পাশাপাশি লাগাতার চারা রোপণ জরুরি। পাঠশালার এমন সচেতনতামূলক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অন্ডালে পুলিশের মেগা অভিযান, উদ্ধার বিপুল পরিমাণ বেআইনি মদ

নয়া জামানা, অন্ডাল ঃ পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল থানা এলাকায় বেআইনি মদের কারবার রুখতে সোমবার সন্ধ্যায় একটি বড়সড় অভিযান চালাল পুলিশ। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্ডাল থানার আইসি গোপাল পাত্রের নেতৃত্বে এই বিশেষ অভিযানটি চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কাজোড়া সহ অন্ডালের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধভাবে মদ বিক্রি ও ঠেক চালানোর অভিযোগ আসছিল।

এই অভিযোগের ভিত্তিতেই সোমবার সন্ধ্যায় অতর্কিতে একাধিক সন্দেহভাজন দোকান ও আস্তানায় তল্লাশি শুরু করে পুলিশ বাহিনী। অভিযান চলাকালীন হাতেনাতে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং এই ধরনের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ পুরোপুরি বন্ধ করতে আগামীদিনেও এমন ঝটিকা অভিযান জারি থাকবে। পুলিশের এই তৎপর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা এলাকাকে সম্পূর্ণ মদমুক্ত করার দাবিও তুলেছেন।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে নষ্ট লক্ষ লক্ষ টাকার শস্যবীজ, কাটোয়ায় পঞ্চায়েত গুদামে বিজেপির তালা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে কৃষকদের জন্য বরাদ্দ লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি শস্যবীজ ও কীটনাশক বিলি না হয়ে পচে নষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার আলমপুর গ্রামে। এই বঞ্চনার খবর জানাজানি হতেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এবং ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা-কর্মীরা পঞ্চায়েতের গুদামে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাটোয়া ১ ব্লকের আলমপুর পঞ্চায়েতে মহকুমা কৃষি দপ্তর থেকে গরিব চাষিদের বিনামূল্যে দেওয়ার জন্য মসুর ডাল, সরষে সহ বিপুল পরিমাণ শস্যবীজ ও কীটনাশক পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান মোল্লা নজরুল হক নাকি প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি; কে এই বীজ বিলি করবেন, তা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর বিবাদ চরমে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে একসময় পঞ্চায়েতে পুলিশ পিকেটও বসাতে হয়। এই আকচাআকচির জেরে প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গুদামেই পড়ে থাকে সামগ্রীগুলো। ফলে বীজধান পচে যায় এবং কীটনাশকগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে পড়ে। ভোটের পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপির মঙ্গলকোট এলাকার নেতা সাক্ষী গোপাল ঘোষের নেতৃত্বে প্রতিবাদ শুরু হয়। তিনি সাধারণ মানুষকে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার তীব্র সমালোচনা করে ঘটনার তদন্ত দাবি করেন। পঞ্চায়েত প্রধান অবশ্য দাবি করেছেন, দলীয় কোন্দলের কারণে পুলিশই তখন বীজ বিলি করতে নিষেধ করেছিল। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকার চাষিরাও দোষী প্রধানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

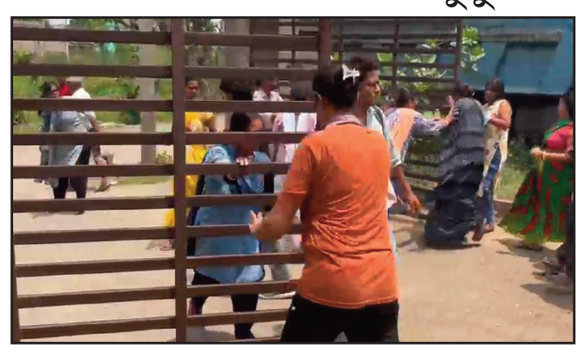

অন্ডালে বিজেপির কোন্দল তুঙ্গে, নেতাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সামনে ধুন্ধুমার

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল থানার কাজোড়া মোড় এলাকায় বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে চলে এল। এক গোষ্ঠীর নেতাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে অন্ডাল থানার সামনেই বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন অপর গোষ্ঠীর কর্মী-সমর্থকরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনকয়েক আগে কাজোড়া মোড়ে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এবং অভিমুন্য সিং নামে এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করলেও পরে ছেড়ে দেয়। এরপর সোমবার পুলিশ অভিমুন্যর ঘনিষ্ঠ আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁর অনুগামীরা। মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীদের আঙুল অপর বিজেপি নেতা সঞ্জয় চৌধুরী ও তাঁর অনুগামীদের দিকে। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় অশান্তি ও হামলার মূল কারিগর সঞ্জয় চৌধুরী হলেও পুলিশ একতরফা ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত এক মহিলা সঞ্জয় চৌধুরীর বিরুদ্ধে মারধর ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ এনে তাঁর অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। পুলিশ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা। যদিও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ধৃতদের আদালতে পাঠায়। এই ঘটনায় কাজোড়া মোড় এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। তবে এই কোন্দল নিয়ে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব পুরোপুরি মুখে কুলুপ এঁটেছে।

অন্ডালে বিদ্যুৎ সংযোগ কাটার নোটিশ, কোলিয়ারিতে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল থানার পড়াশকোল কোলিয়ারি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ কাটার নোটিশ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ইসিএলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী সাত দিনের মধ্যে সমস্ত অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে। এই নোটিশ জারি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকাল থেকে শতাধিক মানুষ কোলিয়ারির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, নিয়ম অনুযায়ী কোলিয়ারির পাঁচ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে ইসিএলের বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ করার কথা। কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না করেই হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন বহু বছর ধরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসা সাধারণ মানুষ। আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে ইসিএলের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির পাণ্ডবেশ্বরের মন্ডল ২-এর সহ-সভাপতি বিনোদ কুমার মিস্ত্রি জানান, নিজেদের ক্ষতি ঢাকতেই ইসিএল এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ইসিএলকে এই নোটিশ তুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি জানান, দাবি না মানলে আগামীদিনে সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। এই ঘটনায় ইসিএল কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

ষষ্ঠদশ অর্থ কমিশনের টাকায় সালানপুরে উন্নয়নের রূপরেখা, জোর জল ও রাস্তা সংস্কারে

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুর ব্লকে আগামী দিনের উন্নয়নের রূপরেখা ঠিক করতে মঙ্গলবার পঞ্চায়েত সমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ জেনারেল বডি মিটিং অনুষ্ঠিত হলো।

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) দেবাঞ্জন বিশ্বাসের পৌরহিত্যে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের প্রতিনিধিরা। ষষ্ঠদশ অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত তহবিল কীভাবে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সময়মতো ব্যবহার করা যাবে, তা নিয়েই মূলত এই বৈঠকে আলোচনা হয়। আগামী ১৫ জুনের মধ্যে পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ছোট কাজগুলি পঞ্চায়েত এবং মাঝারি কাজগুলি পঞ্চায়েত সমিতি সম্পন্ন করবে। অন্যদিকে বড় কাজের জন্য জেলা পরিষদ ও বিধায়ক তহবিলের সাহায্য নেওয়া হবে। বিশেষ করে কুসুমকানালি থেকে কল্যাণগ্রাম রাস্তা, রূপনারায়ণপুর থেকে আপার কেশিয়া প্রধান রাস্তা সংস্কার এবং ডাবর মোড়ের জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হিন্দুস্তান কেবলস রোডের সংস্কারে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের (আড্ডা) দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়। এলাকার জল সমস্যা মেটাতে জল জীবন মিশনের থমকে থাকা কাজ দ্রুত শেষের পাশাপাশি পঞ্চায়েতগুলিকে নিজস্ব তহবিল থেকে টিউবওয়েল ও সাবমারসিবল বসানোর কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া ভূগর্ভস্থ জলস্তর বজায় রাখতে ব্লকে বেশ কিছু নতুন পুকুর খনন ও পুরোনো পুকুর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সালানপুর ব্লকে এই ধরণের প্রথম বৈঠকটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

অবৈধ বালি পাচারের অভিযোগে কাঁকসা থেকে গ্রেপ্তার হিরণ

অজয় নদ থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে পাচারের অভিযোগে দুর্গাপুরের কাঁকসার জাঠগড়িয়া এলাকা থেকে শেখ হিরণ মন্ডল নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরেই সে বালি মজুত ও পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে এলাকায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল হিরণ।

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ অজয় নদ থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে পাচারের অভিযোগে দুর্গাপুরের কাঁকসার জাঠগড়িয়া এলাকা থেকে শেখ হিরণ মন্ডল নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরেই সে বালি মজুত ও পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে এলাকায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল হিরণ। নিজের একাধিক ট্রাক্টরের সাহায্যে বিদবিহার সংলগ্ন অজয় নদ থেকে বালি তুলে সে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পাচার করত। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে এই বিষয়ে নালিশ জানানো সত্ত্বেও আগে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে বর্তমানে রাজ্যে অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে চলা কড়া অভিযানের জেরে অবশেষে নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ এবং মঙ্গলবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে ইতিমধ্যেই দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। এই বালি পাচার চক্রের নেটওয়ার্ক কতটা বিস্তৃত এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে হিরণকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

নিয়ম ভাঙলেই আইনি পদক্ষেপ, গলসির বালিঘাটগুলির বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসন

সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বালি বিক্রির অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের গলসি এলাকার দামোদর নদের বালিঘাটগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে চলেছে প্রশাসন। মূলত গলসির শিকারপুর ও ডুমুর এলাকার বালিঘাটগুলির ইজারাদারদের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দারা হয়রানির গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন।

নয়া জামানা, বালিঘাট ঃ সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বালি বিক্রির অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের গলসি এলাকার দামোদর নদের বালিঘাটগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে চলেছে প্রশাসন। মূলত গলসির শিকারপুর ও ডুমুর এলাকার বালিঘাটগুলির ইজারাদারদের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দারা হয়রানির গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয়দের দাবি, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা এবং ভাতার বিধানসভার বিধায়ক সৌমেন কার্ফার ঘোষণা অনুযায়ী, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে প্রতি ট্রলি বালির মূল্য ১২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ট্রাক্টর বা ট্রলি নিয়ে ঘাটে গেলে বালি দেওয়া হচ্ছে না। ইজারাদাররা নানা অজুহাতে সাধারণ মানুষকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। গ্রামীণ রাস্তার সংকীর্ণতার কারণে সেখানে বড় ডাম্পার ঢোকা অসম্ভব, ফলে ছোটখাটো বাড়ি বা নির্মাণের কাজের জন্য ট্রাক্টরের বালিই একমাত্র ভরসা। কিন্তু বড় লরি বা ডাম্পারে বালি বিক্রি করলে বেশি লাভ হওয়ায়, ঘাট মালিকরা সাধারণ ক্রেতাদের বঞ্চিত করছেন বলে অভিযোগ। এই চরম হয়রানির প্রতিকার চেয়ে সম্প্রতি শতাধিক ট্রাক্টর মালিক, চালক ও স্থানীয় বাসিন্দা গলসি-২ ব্লকের বিএলএলআরও অফিসে বিক্ষোভ জানান। বিষয়টি নিয়ে ভাতারের বিধায়ক সৌমেন কার্ফা জানিয়েছেন, ভুক্তভোগীরা যেন ভূমি দপ্তর ও স্থানীয় বিধায়কদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। প্রশাসন এই বেনিয়ম খতিয়ে দেখে দোষী ইজারাদারদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেবে।

আসানসোলের স্কুলে আধঘণ্টার যোগা সেশন, পড়ুয়াদের মধ্যে খুশির হাওয়া

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রাক্কালে খুশির খবর আসানসোলের স্কুল পড়ুয়াদের জন্য। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নির্দেশে মঙ্গলবার সকালে আসানসোলের উমারানি গরাই মহিলা কল্যাণ স্কুলে ছাত্রীদের নিয়ে আধঘণ্টার একটি বিশেষ ক্ষ্মযোগা সেশনক্ষ্ম অনুষ্ঠিত হল। ভারত সরকারের আয়ুষ দপ্তরের ক্ষ্মকমন যোগা প্রটোকলক্ষ্ম (সিওয়াইপি)-এর আওতায় ক্ষ্মযোগা ফর স্কুলক্ষ্ম নামে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলা এই সেশনে স্কুলের বহু পড়ুয়া অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশ নেয়। এবারের সেশনের মূল বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন আসন, প্রাণায়াম ও যোগব্যায়াম। স্কুলের টিচার ইনচার্জ (টিআইসি) পাপিয়া ঘোষ এবং অন্যান্য শিক্ষিকাদের পরিচালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আগামী ২১ জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। তার আগেই স্কুল স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা পড়ুয়াদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....8 June....2026...new_Layout 1 10-06-2026 11:28 Page 9

কোলাঘাটের প্রশাসনিক বৈঠকে উন্নয়নের বার্তা, ব্যয় কমিয়ে সাশ্রয়ের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

ভরত বেরা ।। নয়া জামানা ।। কোলাঘাট

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে প্রশাসনিক বৈঠককে কেন্দ্র করে উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং সরকারি ব্যয় সাশ্রয়ের বার্তা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কোলাঘাটের বলাকা মঞ্চে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেশপুরের তৃণমূল বিধায়িকা শিউলি সাহা, ঘাটালের সাংসদ দেব, সাংসদ জুন মালিয়া-সহ মোট ৩৫ জন বিধায়ক। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরাও বৈঠকে অংশ নেন। জেলার চলমান উন্নয়ন প্রকল্প, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক কাজের গতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এটি তাঁর পঞ্চম প্রশাসনিক বৈঠক এবং আমন্ত্রিত ৩৫ জন বিধায়কের প্রত্যেকেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। এমনকি এক বিরোধী সাংসদও এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত একাধিক বিষয় তুলে ধরেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, তসরকার সকলকে মত প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে বলেই উন্নয়নের বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে সামনে আসছে।দ প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়েছিল। তাঁর মতে, প্রশাসনকে মানুষের স্বার্থে কাজ করতে হবে এবং সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তশাসকের আইন নয়, আইনের শাসনই গণতন্ত্রের ভিত্তি,দ বলেন তিনি। এদিন বৈঠকের ব্যয় নিয়েও তুলনা টানেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, আগের সরকারের আমলে এ ধরনের প্রশাসনিক বৈঠকে কয়েক কোটি টাকা খরচ হতো, অথচ বর্তমান বৈঠক অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে। সাশ্রয় হওয়া অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা সম্ভব বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে মুখ ্যমন্ত্রী জানান, সরকারের প্রধান লক্ষ্য উন্নয়ন ও জনসেবা। আগামী দিনে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়াই সরকারের অগ্রাধিকার বলে তিনি জানান।

ডেবরায় মিমুলের নতুন ফ্যাক্টরি ! ৫ একর জমি পরিদর্শনে মন্ত্রী, বাড়ছে কর্মসংস্থানের আশা

ভরত বেরা,নয়া জামানা,ডেবরা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের দলবতিপুর এলাকায় শিল্পোন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে। প্রায় ৫ একর জমির ওপর মিমুলের একটি অত্যাধুনিক ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর সভা শেষ হওয়ার পর রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ নির্ধারিত প্রকল্প এলাকার জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তাঁর দপ্তরের তত্ত্বাবধানেই এই শিল্পপ্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। এদিন মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে দলবতিপুরের নির্ধারিত জমি ঘুরে দেখেন এবং জমির বর্তমান অবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও সম্ভাব্য সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখেন। প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনের পর মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, তবর্তমানে আমরা জায়গাটি পর্যবেক্ষণ করছি। কোথায় কী ধরনের সমস্যা রয়েছে এবং কীভাবে দ্রুত সমাধান করা যায়, তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব তৈরি করে কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।দ প্রস্তাবিত এই ফ্যাক্টরি চালু হলে শুধু ডেবরা নয়, আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই উৎসাহ ও প্রত্যাশার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। শিল্পায়নের মাধ্যমে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বিরসা মুন্ডার আদর্শে ঐক্যের বার্তা, বেলিয়াবেড়ায় মূর্তি উন্মোচন ও শহীদ দিবস পালন

মহান আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসংস্কারক ও জননায়ক ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া এলাকায় শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো শহীদ দিবস।

নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ মহান আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসংস্কারক ও জননায়ক ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া এলাকায় শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো শহীদ দিবস। একইসঙ্গে গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের চোরচিতা ১ নম্বর অঞ্চলের নয়াগা গ্রামে ভগবান বিরসা মুন্ডার একটি মূর্তি উন্মোচন করা হয়।

ভারত মুন্ডা সমাজ, ঝাড়গ্রাম শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা। তাঁর হাত ধরেই আনুষ্ঠানিকভাবে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত মুন্ডা সমাজের রাজ্য যুব সভাপতি ধরম রাজ সিং, সমাজসেবী অনুরণ সেনাপতি-সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। উল্লেখ্য, ১৯০০ সালের ৯ জুন মাত্র ২৫ বছর বয়সে রাঁচি কারাগারে বন্দি অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিরসা মুন্ডা। ব্রিটিশ শাসন, শোষণ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী লড়াই তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার দাবিতে তিনি 'উলগুলান' বা মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সংগ্রাম আজও দেশের আদিবাসী সমাজসহ সকল মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস। অনুষ্ঠানে বক্তারা বিরসা মুন্ডার জীবনাদর্শ, আত্মত্যাগ এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে তাঁর আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়।

অযোধ্যা পাহাড়ে বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, জল-জঙ্গল-জমি রক্ষায় ঐক্যের ডাক

জয়শ্রী দে,নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ দেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আদিবাসী সমাজের মহানায়ক ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের হিলটপ এলাকায় এক বিশেষ স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ, সমাজকর্মী এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়ে বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। সভায় বক্তারা বিরসা মুন্ডার সংগ্রামী জীবন, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান এবং আদিবাসী সমাজের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, জল-জঙ্গল-জমির অধিকার রক্ষার জন্য বিরসা মুন্ডা যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, সেই আদর্শ আজও সমানভাবে

প্রাসঙ্গিক। বক্তাদের অভিযোগ, স্বাধীনতার এত বছর পরেও বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসী সমাজকে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। বিশেষ করে অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলে আদিবাসীদের সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা এবং জমির অধিকার নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে বলেও তাঁরা দাবি করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিল সিং সর্দার, শিকারি সিং-সহ এলাকার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিনিধিরা। তাঁরা সকলেই আদিবাসী সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। সভা থেকে আগামী দিনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক অধিকার, সংস্কৃতি এবং জমি রক্ষার লক্ষ্যে আরও বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও হাঁটার বার্তা দেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচি শুধু শ্রদ্ধা নিবেদনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আদিবাসী সমাজের অধিকার রক্ষা ও ঐক্যের এক দৃঢ় অঙ্গীকারের বার্তাও তুলে ধরেছে।

দিনমজুর থেকে প্রাসাদোপম বাড়ি কুসুন্দায় অঞ্চল সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ

নয়া জামানা , পিংলা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার কুসুন্দা ১ নম্বর অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি খোকন চন্দকে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক।

তাঁর সম্পত্তির উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলে এলাকাবাসীর একাংশ বিক্ষোভে সামিল হওয়ায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, খোকন চন্দ একসময় দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন এবং নলকূপ বসানোর কাজে শ্রমিকের ভূমিকা পালন করতেন। প্রায় আট বছর আগে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই তাঁর আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, গত কয়েক বছরে তিনি বিপুল পরিমাণ জমি ক্রয় করেছেন, সোনা-গয়না সংগ্রহ করেছেন এবং একটি বড় ও বিলাসবহুল বাড়ি নির্মাণ করেছেন। এই সম্পদের উৎস কী, তা নিয়ে এলাকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই কারণেই সম্প্রতি স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ তাঁর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসে তদন্তের দাবি জানান। তাদের বক্তব্য, প্রশাসনের উচিত খোকন চন্দের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং সম্পত্তি বৃদ্ধির উৎস খ তিয়ে দেখা। দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানানো হয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন খোকন চন্দের মা। তাঁর দাবি, পরিবারটি এখ নও সাধারণ ও আর্থিকভাবে দুর্বল। আবাস যোজনার সুবিধা এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে ধার করা অর্থের সাহায্যে জমি কেনা ও বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, তআমার ছেলেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বদনাম করার চেষ্টা চলছে।দ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি।

মমতা শঙ্করের স্পর্শে নৃত্যের নতুন দিশা, মেদিনীপুরে জমজমাট দু'দিনের কর্মশালা

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুরের অন্যতম সুপরিচিত নৃত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাস্য ডান্স একাডেমি-র উদ্যোগে সম্প্রতি শহরের অস্মিত পার্কে অনুষ্ঠিত হলো পদ্মশ্রী মমতা শঙ্কর পরিচালিত এক বিশেষ দু'দিনের নৃত্য কর্মশালা। কর্মশালাটি ঘিরে নৃত্যপ্রেমী ও শিল্পী মহলে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এই কর্মশালার মূল আয়োজক ছিলেন তপস্বিনী ভট্টাচার্য্য এবং অভিজিৎ পিরি। পশ্চিমবঙ্গের পাহাড় থেকে সমতল;রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রায় ৭৫ জন নৃত্যশিল্পী এতে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি মেদিনীপুর শহরের একাধিক নৃত্য শিক্ষিকা ও তাঁদের ছাত্রীরাও

সক্রিয়ভাবে কর্মশালায় যোগ দেন। কর্মশালার মূল বিষয় ছিল উদয় শঙ্কর নৃত্যধারার বিস্তার, প্রয়োগ ও আধুনিক উপস্থাপনা। মমতা শঙ্কর এবং তাঁর দক্ষ ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণকারীদের নৃত্যের বিভিন্ন কৌশল, ভাবপ্রকাশ ও মঞ্চ উপস্থাপনার সূক্ষ্ম দিকগুলি হাতে-কলমে শেখান। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শে শিল্পীরা সমৃদ্ধ হন এবং নতুন উদ্যমে অনুপ্রাণিত হন। দু'দিনের এই সৃজনশীল আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেখ ানে অংশগ্রহণকারী সকল নৃত্যশিল্পীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মেদিনীপুরের বিশিষ্ট শিল্পী, সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষা জগতের গুণীজনরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালা শেষে মমতা শঙ্কর ও তাঁর সহশিল্পীরা মেদিনীপুরবাসীর আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও আতিথেয়তায় মুগ্ধতার কথা জানান। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী নৃত্যশিল্পীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিয়ে যান।

ফেরিওয়ালার সঙ্গে বচসা, মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু ! বান্দোয়ানে গ্রেফতার অভিযুক্ত

নয়া জামানা , বান্দোয়ান ঃ পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান থানার সুপুরুড়ি গ্রামে এক ফেরিওয়ালার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বাসনপত্র বিক্রি করতে গিয়ে বচসার জেরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারান আকবর আলি মণ্ডল নামে এক ফেরিওয়ালা। ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে আকবর আলি মণ্ডল গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাসনপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি করছিলেন। সেই সময় স্থানীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বচসা বাধে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে আকবর আলিকে মারধর করা হয় এবং তাঁর মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় বলে পরিবারের দাবি। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বান্দোয়ান থানার পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় আকবর আলিকে উদ্ধার করে বান্দোয়ান ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর পুলিশ বিশ্বনাথ মাহাতো নামে এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে মৃতের ছেলের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা জানান, তাঁদের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার পুনিশোল গ্রামে। গত কয়েক মাস ধরে তাঁরা বান্দোয়ান-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের মহুলতল এলাকায় বসবাস করছিলেন। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও আকবর আলি মণ্ডল বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে সামগ্রী বিক্রি করতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু সেই যাত্রাই শেষ যাত্রায় পরিণত হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি এমন নৃশংস ঘটনার জেরে জেলা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিজ্ঞানচর্চায় নতুন দিগন্ত, মেদিনীপুরে তিন দিনের গ্রীষ্মকালীন বিজ্ঞান কর্মশালায় উৎসাহী শিক্ষার্থীরা

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বিজ্ঞানকে আরও সহজ, আকর্ষণীয় ও বাস্তবভিত্তিক করে তুলতে সম্প্রতি সায়েন্স সেন্টার মেদিনীপুরের উদ্যোগে রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো তিন দিনব্যাপী তএক্সপ্লোরেশন সামার সায়েন্স ওয়ার্কশপ-২০২৬দ। কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহু উৎসাহী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আইআইটি খ ড়্গপুরের ওসেন, রিভার, অ্যাটমোস্ফিয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. অরুণ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ড. স্বপ্না ঘোড়াই, সায়েন্স সেন্টারের সভাপতি ও মেদিনীপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. গোপাল চন্দ্র বেরা, সম্পাদক সুচাঁদ কুমার পানসহ বিশিষ্ট শিক্ষক, গবেষক ও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্বরা। কর্মশালার মূল আকর্ষণ ছিল পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

'মিট দ্য সায়েন্টিস্ট' পর্বে আইআইটি খড়্গপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ড. দিলীপ কুমার প্রতিহার রোবোটিক্সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পাশাপাশি ডিআরডিও-র প্রাক্তন গবেষক ড. মন্টু সাহা প্রতিরক্ষা গবেষণায় শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনা ও অংশগ্রহণের নানা দিক তুলে ধরেন।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. দেবকুমার বেরা ও ড. অর্ণব সাধু ক্লাউড কম্পিউটিং এবং এআই অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের গোপ কলেজের বায়োডাইভার্সিটি পরিদর্শন করানো হয় এবং স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীসম্পদ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। শেষ দিনে ড. স্বদেশ রঞ্জন বেরা ও ড. কৌশিক নন্দ রোবোটিক্সের প্রাথমিক মডেল তৈরির কৌশল হাতে-কলমে প্রদর্শন করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী

শিক্ষার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। সায়েন্স সেন্টারের যুগ্ম সম্পাদক তথা মেদিনীপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রলয় কান্তি সাঁতরা জানান, প্রায় এক মাসের প্রস্তুতি ও পরিশ্রমের ফলেই এই কর্মশালার সফল আয়োজন সম্ভব হয়েছে। সম্পাদক সুচাঁদ কুমার পান বলেন, এই কর্মশালায় অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে বিজ্ঞান গবেষণার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে এবং নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করবে।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

উপপ্রধানের গুদামে সরকারি ত্রাণের পাহাড় উদ্ধার ঘিরে

সুন্দরবনে তুমুল চাঞ্চল্য

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ সরকারি ত্রাণসামগ্রী পঞ্চায়েতের পরিবর্তে উপপ্রধানের গুদামে মজুত থাকার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার গোসাবা ব্লকের আমতলি গ্রাম পঞ্চায়েতে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং দরিদ্র পরিবারের জন্য সরকার থেকে যে ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়েছিল, তার একটি বড় অংশ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ না করে গুদামে মজুত করে রাখা হয়। এই অভিযোগ সামনে আসতেই সোমবার সকাল থেকে এলাকায় ভিড় জমান কয়েকশো গ্রামবাসী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত আমতলি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন মণ্ডলের একটি গুদামে বিপুল পরিমাণ ডিএম কিট ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী রাখা রয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বিজেপি নেতৃত্ব, গ্রামবাসী এবং সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুদাম পরিদর্শন করে। সেখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার হওয়ার দাবি করা হয়। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণসামগ্রী আত্মসাতের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে গুদামে জমা করে রাখা হয়েছিল। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উপপ্রধান রঞ্জন মণ্ডল। তাঁর দাবি, ত্রাণসামগ্রী আগেই বিতরণ করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী অতিরিক্ত স্টক হিসেবে ভবিষ্যতের দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সংরক্ষণ করা ছিল। অন্যদিকে প্রশাসনের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ গুদামটি সিল করে দিয়েছে এবং গুদামটি পঞ্চায়েতের নাকি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সেই বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজেপি নেত্রীর বাড়ির গেটে শ্মশান সামগ্রী ও হুমকির চিঠি চাঞ্চল্য টাকি জুড়ে

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার টাকি পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে এক বিজেপি নেত্রীর বাড়ির সামনে রহস্যজনকভাবে শ্মশান শয্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী এবং হুমকির চিঠি উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই নেত্রীর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। জানা গিয়েছে, বিজেপি নেত্রী চিত্রা দে ঘোষ বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দেখতে পান তাঁর বাড়ির পাঁচিল ঘেরা গেটের বাইরে ঝোলানো রয়েছে রামনাম লেখা কাপড়, ধূপ, গীতা, ফুলের মালা, তুলো, আলতা-সহ একাধিক সামগ্রী। পাশাপাশি একটি কাগজে বড় অক্ষরে লেখা ছিল, মুখ বন্ধ কর, না হলে শেষ।দ এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন চিত্রা দে ঘোষ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। চিত্রা দে ঘোষের অভিযোগ, এটি শুধুমাত্র ভয় দেখানোর চেষ্টা নয়, বরং তাঁর এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার প্রতি সরাসরি হুমকি। তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, এ ধরনের ভয় দেখানো বা হুমকির রাজনীতি কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন এলাকার মানুষ। ঘটনার জেরে টাকি এলাকায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

বিজেপি কর্মীর লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ডেথ সার্টিফিকেট জাল করে বিপাকে তৃণমূল নেতা

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত মিনাখাঁ বিধানসভার আটপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরপাড়া গ্রামে এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে গুরুতর আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, এক বিজেপি কর্মীর প্রয়াত আত্মীয়ের ডেথ সার্টিফিকেট জাল করে মেছোভেরির লিজ বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। অভিযোগকারী বিজেপি কর্মী প্রদীপ ঢালী জানান, তাঁর জ্যাঠামশাই নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা মানিক পরামানিক নকল ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি করে মেছোভেরির লিজের টাকা নিজের দখলে নেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানালেও কোনও সুরাহা পাননি বলে দাবি করেছেন। প্রদীপ ঢালীর অভিযোগ, বহু বছর ধরে তাঁর প্রাপ্য অর্থ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সম্প্রতি তিনি হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁর আশা, তদন্তের মাধ্যমে সত্য প্রকাশ্যে আসবে এবং তিনি তাঁর ন্যায্য পাওনা ফিরে পাবেন। এই বিষয়ে মিনাখাঁ এলাকার বিজেপি নেতা সৌমেন কর্মকার বলেন, তআমরা বিষয়টি দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানাব। প্রদীপ ঢালী যাতে ন্যায়বিচার পান, তার জন্য বিজেপি তাঁর পাশে রয়েছে।দ অন্যদিকে, হাড়োয়া থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

গ্রেপ্তার চেয়ারম্যানকে জেরা, এবার স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে উদ্ধার কয়েক ট্রাক সরকারি ত্রাণ সামগ্রী

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া এলাকায় গ্রেপ্তার হওয়া পৌরসভার চেয়ারম্যানকে ঘিরে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নতুন নতুন উদ্ধার ও অভিযোগ প্রকাশ্যে আসছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে বাদুড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছিল। এছাড়াও একটি পাটক্ষেত থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ এবং পৌরসভা পরিচালিত দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা একটি কম্পিউটার

সেন্টার থেকে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ও প্রচুর সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হয় বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি। তদন্তের স্বার্থে চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের সন্ধান পায় পুলিশ। সেই সূত্র ধরে তাঁর বাড়ির পাশেই অবস্থিত দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তল্লাশি চালানো হয়। সেখানে গিয়ে পুলিশ বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ত্রিপল, কম্বল, লুঙ্গি, মশারি, শাড়ি, বিছানার চাদর-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া ত্রাণ সামগ্রীর বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকারও বেশি হতে পারে। বাদুড়িয়া থানার পুলিশ সোমবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে এই সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করে। কীভাবে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী সেখানে মজুত করা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই ঘটনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে। পুরো বিষয়টি নিয়ে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাক্তন উপপ্রধানের গ্রেপ্তারির দাবিতে উত্তাল স্যান্ডেলবিল

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের স্যান্ডেলবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রাক্তন উপপ্রধান জয়নাল গাজীর গ্রেপ্তারির দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হন গ্রামের মহিলা, পুরুষ ও প্রবীণরা।

হাতে প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন নিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান এবং অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, জয়নাল গাজীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, খুন, সরকারি অর্থ তছরূপ, আবাস যোজনার বরাদ্দ অর্থ থেকে কাটমানি আদায়, সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বিক্রি, সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়া এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের মারধরের মতো বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর নাম জড়িয়েছে। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা আদালত বা তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে এখনও প্রমাণিত হয়নি। এদিন বিক্ষোভকারীরা পুলিশের কাছে দাবি জানান, অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত করে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। বিক্ষোভ চলাকালীন এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে রেখা পাত্রের দায়ের করা একটি অভিযোগের ভিত্তিতে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ জয়নাল গাজীকে গ্রেপ্তার করেছিল। পরে তিনি আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। তাঁর মুক্তির পর থেকেই এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের।

এদিনের বিক্ষোভে গ্রামবাসীরা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

আশাকিরণ হাসপাতাল ঘিরে নতুন বিতর্ক, জবরদখল ও বহিরাগত প্রবেশের অভিযোগে চাঞ্চল্য

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘী থানার কৌতলা গ্রামে অবস্থিত দীর্ঘদিনের বন্ধ আশাকিরণ হাসপাতালকে ঘিরে ফের নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতালের জমি ও সম্পত্তি নিয়ে জবরদখল এবং বহিরাগতদের প্রবেশ করানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে আদালতের বিচারাধীন থাকায় পরিস্থিতি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৌতলা ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এবং প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর সমীর কুমার হালদারের তত্ত্বাবধানে বৈদেশিক অর্থানুকূল্যে আশাকিরণ হাসপাতালটি গড়ে তোলা হয়েছিল। একসময় এই হাসপাতাল এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম ভরসা ছিল। তবে ক্লাবের এফসিআরএ নিবন্ধন

বাতিল হওয়া, ক্লিনিক্যাল লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া এবং আর্থিক সংকটের কারণে হাসপাতালের পরিষেবা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতালের জন্য জমিদাতা ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কপিল হালদার, অন্যান্য উত্তরাধিকারী এবং সমীর কুমার হালদার হাসপাতালটি সরকারের অধিগ্রহণের আবেদন জানান। তাঁদের দাবি, সরকার অধিগ্রহণ করলে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার কাজে এই প্রতিষ্ঠানকে আবারও ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এদিকে কপিল হালদারের অভিযোগ, বিষয়টির আইনি নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই হাসপাতাল চত্বরে বহিরাগতদের প্রবেশ ও অবস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি রায়দিঘী থানাতেও একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে কৌতলা ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এলাকার বাসিন্দাদের আশা, আদালতের নির্দেশ ও প্রশাসনের উদ্যোগে আশাকিরণ হাসপাতাল পুনরায় চালু হবে এবং বহুদিনের স্বাস্থ্য পরিষেবার সংকট দূর হবে। বর্তমানে সকলের নজর আদালতের রায় এবং প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

আগামী অর্থবর্ষের উন্নয়ন রূপরেখা চূড়ান্ত করতে বসিরহাট-২ বিডিও অফিসে বিশেষ বৈঠক

নয়া জামানা,বসিরহাট ঃ আগামী অর্থবর্ষে বসিরহাট-২ ব্লকের সার্বিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে মঙ্গলবার বিডিও অফিসে অনুষ্ঠিত হল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বৈঠক। ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বাজেট বরাদ্দ এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অপরেশ মুখোপাধ্যায়, বসিরহাট-২ পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ বুলবুল ইসলাম, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও কর্মাধ্যক্ষরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বিডিওসহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক। সূত্রের খবর, আগামী অর্থবর্ষে কোন কোন খাতে কত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হবে এবং কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় গ্রামীণ সড়ক সংস্কার, নতুন রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন, নিকাশি পরিকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণের মতো বিষয়গুলি। বৈঠকে জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং স্থানীয় মানুষের চাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব দেন। সরকারি অর্থের স্বচ্ছ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়। জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি জানান, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই আগামী অর্থবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং জনপরিষেবার মানোন্নয়নই হবে মূল লক্ষ্য। প্রশাসনের মতে, এ ধরনের সমন্বয়মূলক বৈঠক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনতে এবং প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগামী দিনে বসিরহাট-২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনা থাকায় এই বৈঠককে ঘিরে ইতিবাচক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।

কড়া নিরাপত্তায় আদালতে

‘ফলতার পুষ্পা’ জাহাঙ্গীর, পাশে দাঁড়াল না কোনও আইনজীবী

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা, ডায়মন্ড হারবার ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চার মধ্যেই মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হল ফলতার তৃণমূল নেতা তথা ‘ফলতার পুষ্পা’ নামে পরিচিত জাহাঙ্গীর খানকে। তাঁকে আদালতে আনার আগেই আদালত চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় জোরদার করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই আদালত চত্বরে ছিল বাড়তি সতর্কতা। প্রবেশপথে কড়া নজরদারি চালানো হয় এবং সাধারণ মানুষের চলাচলেও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তকে ঘিরে জনমনে ব্যাপক আগ্রহ ও উত্তেজনার কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, জাহাঙ্গীর খানের

বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর এবং জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। সেই কারণেই আদালতে পেশ করার সময় অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১৭(২), ১২৬(২), ৩০৫(বি), ৩২৪(৫), ১০৯ এবং ৩০৮-সহ একাধিক ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের অবস্থান। বার অ্যাসোসিয়েশনের গেম সেক্রেটারি তথা আইনজীবী সজল মণ্ডল সংবাদমাধ্যমকে জানান, জাহাঙ্গীর খানের হয়ে আদালতে কোনও আইনজীবী দাঁড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাঁর দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের গুরুত্ব এবং অতীত কর্মকাণ্ডের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আদালত চত্বরে এদিন বহু মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। জাহাঙ্গীর খান দীর্ঘদিন ধরেই ফলতা এলাকার পরিচিত রাজনৈতিক মুখ হওয়ায় তাঁর গ্রেপ্তার ও আদালতে পেশকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে আইন অনুযায়ী আদালতে দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তকে অপরাধী বলা যায় না। তদন্তকারী সংস্থা ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে। আগামী দিনে তদন্তে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

৫ দিনের পুলিশি হেফাজতে ‘ফলতার পুষ্পা’ জাহাঙ্গীর, আদালত চত্বরে বিজেপির মিষ্টিমুখ

নয়া জামানা , ডায়মন্ড হারবার ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা এলাকার বহুচর্চিত তৃণমূল নেতা তথা ‘ফলতার পুষ্পা’ নামে পরিচিত জাহাঙ্গীর খানকে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালত। মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। আদালত চত্বর ঘিরে মোতায়েন ছিল বিপুল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। অভিযুক্তকে ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখে প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে ফলতা থানার পক্ষ থেকে আদালতের কাছে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল। তদন্তকারীদের দাবি, জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর মামলার তদন্ত চলছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। আদালত সূত্রে খবর, এদিন জাহাঙ্গীর খানের পক্ষে কোনও ব্যক্তিগত আইনজীবী

সওয়াল করেননি। পরে সরকারি লিগ্যাল এইডের একজন আইনজীবী তাঁর পক্ষে আদালতে বক্তব্য পেশ করেন এবং জামিনের আবেদন জানান। কিন্তু আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। অভিযোগ রয়েছে, জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে লুটপাট, মারধর, সন্ত্রাস সৃষ্টি, ভয় দেখিয়ে দখলদারি এবং খুন-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রয়েছে। এছাড়াও ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার বেশ কয়েকটি মামলায় তাঁর নাম উঠে এসেছে বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি। এদিকে আদালতের নির্দেশ প্রকাশ্যে আসতেই আদালত চত্বরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন বিজেপি সমর্থকদের একাংশ। মিষ্টিমুখ করার ঘটনাও দেখা যায়। বিজেপি নেতা গৌতম বাগ বলেন, তজাহাঙ্গীর গ্রেপ্তার হয়েছে, তাই আমরা মিষ্টিমুখ করছি। আইন তার নিজের পথে চলুক।দ উল্লেখ্য, সোমবার নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ জাহাঙ্গীর খানকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তকারীদের অনুমান, পাঁচ দিনের পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে এই মামলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে। ফলে এখন রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের নজর আগামী শুনানি এবং তদন্তের অগ্রগতির

ফের হাকিমপুর চেকপোস্টে ৩৮ বাংলাদেশি, হোল্ডিং সেন্টারে সংখ্যা বেড়ে ৪৩০

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাকিমপুর চেকপোস্টে ফের ৩৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক এসে পৌঁছেছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের পরিচয় ও নথিপত্র যাচাইয়ের কাজ চলছে। এর ফলে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন হোল্ডিং সেন্টারে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৩০ জনে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রত্যেকের বায়োমেট্রিক তথ্য, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আইরিস স্ক্যান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে কম্পিউটার সিস্টেমে আপলোড করা হচ্ছে। প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি যৌথভাবে তথ্য যাচাইয়ের কাজ চালাচ্ছে। জানা

গিয়েছে, এই ব্যক্তিদের অনেকেই অতীতে দালালচক্রের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। পরে তাঁরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিক ও অন্যান্য পেশায় কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার কথাও স্বীকার করেছেন বলে সূত্রের দাবি। বর্তমানে বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর ও বসিরহাট মহকুমার তিনটি পৃথক হোল্ডিং সেন্টারে তাঁদের রাখা হয়েছে। বিএসএফ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের পরিচয়পত্র ও ব্যক্তিগত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সঠিক তথ্য ও জাতীয় পরিচয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে না বলে নিরাপত্তা সূত্রে জানা গিয়েছে। হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে থাকা মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের জন্য খাবার, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রশাসন সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। গত ১২ দিনে সংখ্যা কিছুটা কমলেও নতুন করে আগমনের ফলে হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে থাকা বাংলাদেশিদের সংখ্যা আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিরাপত্তা ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।